জাতীয় বিশ্বদ্যিালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এর সিলেবাস অনুযায়ী রচিত।

সাধারণ মনোবিজ্ঞান

মনোবিজ্ঞান অনার্স প্রথম বর্ষ - ২১৩৪০১	
দর্শন - ২১১৭০৭	ভূগোল ও পরিবেশ-২১৩৯০৫
সমাজকর্ম - ২১২১০৯	গার্হস্থ্য অর্থনীতি - H-251

প্রফেসর মো. আবু বক্কর ছিদ্দিক

বিএসসি (অনার্স), এমএসসি (মনোবিজ্ঞান), বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা)
সাবেক চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ, নরসিংদী সরকারি কলেজ, নরসিংদী;
ভূতপূর্ব প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান, মনোবিজ্ঞান বিভাগ, সরকারি আযিযুল হক কলেজ, বগুড়া;
ভূতপূর্ব বিভাগীয় প্রধান ও সহযোগী অধ্যাপক, মনোবিজ্ঞান বিভাগ, সরকারি সিটি কলেজ, চট্টগ্রাম
ভূতপূর্ব প্রভাষক, মনোবিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম কলেজ, চট্টগ্রাম।
ভূতপূর্ব রিসার্চ ইনভেস্টিগেটর, পিডিইইউ, জনসংখ্যা সেকশন, পরিকল্পনা কমিশন।
গ্রন্থকার– মনোবিজ্ঞান, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর মনোবিজ্ঞান, ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান, উচ্চ মাধ্যমিক মনোবিজ্ঞান প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র। তাছাড়া- An Evaluation of Performance of Population and Health officers..., 1985, PDEU, Planning Commission কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্টের গবেষক।

প্রত্যয় পাবলিকেশন্স
পরিবর্তনের প্রত্যয়ে সৃজনশীল পথচলা...

প্রকাশক
মো. সাখাওয়াত হোসাইন
চিফ কো-অর্ডিনেটর, প্রত্যয় পাবলিকেশন্স;
বিবিএ (অনার্স) ইন একাউন্টিং, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়;
মাস্টার্স ইন পিপিএস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
Contact: 01813-945480
E-mail: prottoypublications2010@gmail.com

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক
[লেখকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো প্রকার পরিবর্তন, পরিবর্ধন করে ছাপানো অথবা আংশিক ও হুবহু অনুসরণ করে অন্য কোনো বই প্রকাশ করা অথবা ফটোকপি করা সম্পূর্ণ নিষেধ।]

কম্পিউটার কম্পোজ
মেহেদী হাসান

প্রচ্ছদ ডিজাইন
মোহাম্মদ মামুন

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০২০
দ্বিতীয় প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২৩
তৃতীয় প্রকাশ : অক্টোবর ২০২৪-২৫
পরিমার্জিত চতুর্থ প্রকাশ : আগস্ট ২০২৫-২৬

মূল্য : ৩৭০ টাকা (নিউজ)
মূল্য : ৫৪০ টাকা (হোয়াইট)

প্রাপ্তিস্থান

নার্গিস বুক সেন্টার ৬, নীলক্ষেত, ঢাকা	দি বুক সেন্টার ৩৮, বাংলা বাজার, ঢাকা	নাফি বুক হাউজ ৩৮/বি, বাংলা বাজার, ঢাকা
সামি লাইব্রেরি জিন্দাবাজার, সিলেট	ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরি বগুড়া	রয়েল বুক হাউস চকবাজার, চট্টগ্রাম
প্রাইম বুক ডিপো আন্দরকিল্লাহ, চট্টগ্রাম	শাহিন লাইব্রেরি কালীগঞ্জ, লালমনিরহাট	বইঘর রাজশাহী
কলেজ লাইব্রেরী বগুড়া	আকন্দ লাইব্রেরী ময়মনসিংহ।	বই বিতান গৌরিপুর, ময়মনসিংহ।
প্রফেসর লাইব্রেরী শিবচর, মাদারীপুর	চিরন্তরী লাইব্রেরী নাটোর	বই নিকেতন নাটোর

অনলাইন প্রাপ্তিস্থান

www.sheraboi.com	www.rokomari.com
www.pickbazaarbd.com	www.wafilife.com

উৎসর্গ

আমার পরম শ্রদ্ধেয় মা

আনোয়ারা বেগম-কে

প্রসঙ্গ কথা

সর্বপ্রথম পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর শোকরিয়া জ্ঞাপন করছি। "সাধারণ মনোবিজ্ঞান" বইটি প্রকাশ করতে পেরে আনন্দিত। সময়ের চাহিদা উপলব্ধি করে শিক্ষাপদ্ধতির গতানুগতিক ও সেকেলে ধারার পরিবর্তন হয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধীনে স্নাতক পর্যায়ে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে সিলেবাস পুনর্গঠন ও নতুন নতুন বিষয়ের সংযোজন করা হয়েছে। তাই সিলেবাসের সকল বিষয় সহজ-সরল ও বোধগম্য করে উপস্থাপনের জন্য এই নব সংস্করণ করা হয়েছে। আশা করি এই বইটি দর্শন, সমাজকর্ম, ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ এবং গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের শিক্ষার্থীদের চাহিদা পূরণ করতে পারবে। তাছাড়া মনোবিজ্ঞান বিভাগের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীরাও এই বইটি দ্বারা উপকৃত হবে।

বইটি রচনায় বহু সংখ্যক দেশী ও বিদেশী বই থেকে তথ্য উপাত্ত গ্রহণ করেছি। ঐ সকল বইয়ের রচয়িতা ও গবেষকদের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। কিছু কিছু বিষয়ে যথাযথ সঠিক তথ্য প্রদানের জন্য উইকিপিডিয়াসহ বেশ কিছু অনলাইন ভিত্তিক তথ্য উৎসের সাহায্য নেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আরোও উল্লেখ করতে চাই যে, আমার অনেক সহকর্মী, শুভানুধ্যায়ী এবং বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ এই বইটির মান উন্নয়নের জন্য যথেষ্ঠ সাহায্য করেছেন এবং পরামর্শ দিয়েছেন। এই জন্য আমি আন্তরিকভাবে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

অর্নাসের শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করে তাড়াতাড়ি করে সীমিত সংখ্যক বই প্রকাশ করা হয়েছে। ফলে বইটিতে যে কোনো ধরনের ভুল-ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। আশা করি মনোবিজ্ঞানের পাঠক, শিক্ষার্থী ও শিক্ষকবৃন্দ এসব ত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। তবে বইটির মানোন্নয়নে অধ্যাপকমণ্ডলী বা বিজ্ঞ পাঠকগণ যদি কোনো গঠনমূলক পরামর্শ প্রদান করেন- তা সাদরে গৃহীত হবে। বইটির প্রকাশনার সাথে জড়িত সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

পরিশেষে, যাদের জন্য এই শ্রম ও সাধনা সেই সকল পাঠক ও শিক্ষার্থীর যথার্থ উপকারে আসলে আমার শ্রমকে সার্থক মনে করব।

জানুয়ারি ২০২০

প্রফেসর মো. আবু বক্কর ছিদ্দিক

National University

Subject: Psychology

Syllabus for Four Year B.Sc Honours Course

Effective from the Session: 2024--2025

First Year

Course Code	Course Title	Marks	Credits
213401	General Psychology	100	4

Sl.	Details	Related Chapter
1.	**Introduction :** Definition and nature of Psychology. Psychology as a scienc. Approaches to the study of Psychology: Neurobiological approach, Behavioral approach, Cognitive approach, Psychoanalytic approach, Humanistic approach. The subfields of Psychology: Experimental and Physiological Psychology, Clinical and Counseling Psychology, Industrial, Personnel and Engineering Psychology, School and Educational Psychology, Social Psychology, Developmental Psychology, Personality Psychology. The Methods of Psychology: Experimental method, Observational method, Archival Research, Case history, Survey method.	01
2.	**Biological Bases of Behavior:** Cells, tissues, organs and systems of the body. Basic units of nervous system: Neurons, Structure and Connectors. Transmission of neural impulses. The Major Divisions of Nervous system: The central nervous system, Brain and spinalcord, The peripheral nervous system-Somatic and Autonomic system. Glands: Exocrine and Endocrine glands; Genetic influences of behavior	02
3.	**Sensation and Perception :** What is Sensation? Measuring sensory experience- absolute, differential, and terminal thresholds. Visual Auditory and other senses. The nature of perception. Organization of perception. Form perception: Figure and ground. Contour perceptual organization. Perceptual Constancy-Size and Brightness constancy. Depth perception- Monocular and Binocular cues to depth perception.	03
4.	**Learning :** Definition of learning. Classical conditioning: processes in classical conditioning, Classical conditioning and human behavior. Operant conditioning: processes on operant conditioning, Types of reinforcement, Schedules of reinforcement, Shaping. Cognitive mapping: Latent learning, Insight learning, Observational learning.	04
5.	**Memory and Forgetting :** Defining memory, Types of Memory: Sensory memory, Short-term memory, Long term memory; Improving Memory. The Physiology of memory. Measuring memory (Recall, Recognition, Saving), Why do we forget? Causes of forgetting.	05
6.	**Language, Thinking and Problem Solving :** The structure and rules of language, How language is learned, Language and Concepts, The thinking process, Problem solving.	10
7.	**Motivation :** Defining of motivation,Motivation Cycle,Relation between motivation and emotion. Theories of motivation: Instinct theory, Drive theory, Arousal theory, Opponent process theory, Incentive theory, Cognitive theory, Maslow's Hierarchy theory of motivation. Classification of Motives: Biological Motives, Social Motives, Motivation and Behavior.	06
8.	**Emotion :** Defining emotion, Theories of emotion: James-Lange theory of emotion, Cannon-Bard theory of emotion and Schachter-Singer theory of emotion. Physiological correlates of emotion, The brain and emotions.	07
9	**Personality :** Defining of Personality, Determinants of personality. Approaches to	08

	Personality: Freud and Neo-Freudians, Allport-Identifying Basic Characteristics, Cattle & Eysenck: Factoring out Personality. Are we born with Personality? Measuring Personality: Observation, Ratings, Projective tests, Inventories, Interview.	
10	**Intelligence and Creativity :** Definition of intelligence, Measurement of intelligence, Representative Intelligence tests, Creativity and Intelligence.	09

National University

Department of Philoshopy

Syllabus for Four Year B.Sc Honours Course

Effective from the Session: 2013-2014

Course Title	**Psychology**		
Course Code	211707	Marks	100

Sl.	Details	Related Chapter
1.	Origin, Nature and scope of Psychology, as a Science. Methods of Psychology. Sub-field of Psychology	01
2.	Psychological Basis of Behaviour. The Nervous System,	02
3.	Motivation	06
4.	Emotion	07
5.	Conflict and Adjustment and Re-adjustment Techniques	11
6.	Mental Health	14
7.	Attention, Perception	03
8.	Learning	04
9	Memory and Forgetting	05
10	Intelligence	09
11	Testing Personality	08

National University

Department of Geography and Environment

Syllabus for Four Year B.Sc Honours Course

Effective from the Session: 2013-2014

Course Title	**Introduction to Psychology**		
Course Code	213905	Marks	100

Sl.	Details	Related Chapter
1.	**Introduction:** Definition and nature of Psychology; Psychology as a science; Fields of Psychology; Definition, scope and subject mater of social Psychology. Methods used in Psychology: Experimental, Observational, Clinical, Case histories, Survey method, Sociometry.	**01**
2.	**Biological Basis of Behavior:** The Major division of Nervous System: The central Nervous System- Brain and Spinal Cord; The Peripheral Nervous System-Somatic and Autonomic System.	**02**
3.	**Perception:** Definition of perception; Organization of perception; Depth perception; Illusion and hallucination.	**03**

4.	**Motivation and Emotion:** Definition of motivation; Motivational cycle; Classification of motives-Primary and Secondary motives; Bodily changes in emotion.	**05** **06**
5.	**Learning:** Definition and factors of learning; Processes of learning: Trial and Error learning, Classical conditioning and Operant conditioning; Insightful learning.	**04**
6.	**Memory and Forgetting:** Definition of Memory and forgetting; Ways of measuring memory; General causes of forgetting; Techniques of improving memory.	**05**
7.	**Intelligence:** Definition of Intelligence; Measurement of intelligence-Stanford-Binet intelligence scale and Wechsler intelligence scale.	**09**
8.	**Personality:** Definition of Personality: Measuring personality: Observation, Rating, Inventories, Projective techniques.	**08**

College of Home Economics

Affiliated Under University of Dhaka

Syllabus for Four Year B.Sc Honours Course

Effective from the Session: 2016-2017

Course Title	**Psychology**		
Course Code	**HE – 257**	Marks	100

Sl.	Details	Related Chapter
1.	**Introduction:** Definition, subject matter and scope of psychology, methods of psychology. Psychology as a science and as a bio-social science. Importance of psychology.	**01**
2.	**Biological Basis of Behaviour:** a. Basic units of the nervous system: Neuron-structure, functions and types. b. The major divisions of nervous system (i) The central nervous system-Brain and spinal cord. (ii) The peripheral nervous system Somatic and Autonomic system c. Endocrine glands.	**02**
3.	**Motivation & Emotion:** a. Motivation: definition, motivation cycle, characteristics of motivated behaviour, classification of motives-Biological motives, social motives. b. Emotion: Definition, changes in emotion-physical and behavioral changes.	**06** **07**
4.	**Learning:** Definition, factors of learning, Maturation and learning, processes of learning-Classical conditioning, Operant conditioning, Insightful learning, Cognitive learning latent learning.	**04**
5.	**Memory and Forgetting:** Definition and elements of memory, Types of memory, methods of measuring memory. Definition of forgetting causes and theories of forgetting.	**05**
6.	**Intelligence:** Definition and nature of intelligence, Measurement of intelligence Binet-Simon intelligence test, Stanford Binet test, wechsler intelligence test. Verbal and nonverbal test. Individual and group tests, Concept of I.Q.	**09**
7.	**Personality:** Definition, Determinants of personality, Measurements of personality-projective & non projective tests.	**08**
8.	**Conflict & Frustration:** Definition of conflict & frustration, types of conflicts, sources of frustration. Adjustment mechanisms of frustration-adaptive and non adaptive reactions.	**11**

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : অবতরণিকা
(INTRODUCTION)

১.১		মনোবিজ্ঞান ও এর বিকাশধারা (Psychology and its Developmental Sequence)	১
১.২		মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা (Definition of Psychology)	২
১.৩		মনোবিজ্ঞানের ভিত্তি (Roots of Psychology)	৪
১.৪		মনোবিজ্ঞানের লক্ষ্য (Goal of Psychology)	৫
১.৫		মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু (Subject-matter of Psychology)	৬
১.৬		মনোবিজ্ঞানের পরিসর (Scope of Psychology)	৯
১.৭		বিজ্ঞান ও জৈব সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে মনোবিজ্ঞান (The status of Psychology as a science and Bio-social science)	৯
	১.৭.১	বিজ্ঞান হিসেবে মনোবিজ্ঞান (Psychology as a science)	১০
	১.৭.২	জৈব সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে মনোবিজ্ঞান (Characteristics of Science/ Scientific Methods)	১২
১.৮		মনোবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা (Importance of Studying psychology)	১৪
১.৯		মনোবিজ্ঞানের ঐতিহাসকি পটভূমি/মনোবিজ্ঞানের উদ্ভব (Historical Background of Psychology/The Emergence of Psychology)	১৬
	১.৯.১	প্রাচীন যুগ (Ancient Age)	১৭
	১.৯.২	মধ্যযুগ (Middle Age)	১৮
	১.৯.৩	আধুনিক যুগ (Modern Age)	১৯
১.১০		আধুনিক মনোবিজ্ঞানের বিকাশ (Development of Modern Psychology)	২২
১.১১		মনোবিজ্ঞানের প্রধান দৃষ্টিভঙ্গিসমূহ (Major Perspectives within Psychology)	২৭
	১.১১.১	জৈব মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি (The Biopsychological Perspective)	২৭
	১.১১.২	মনোগতীয় দৃষ্টিভঙ্গি (The Psychodynamic Perspective)	২৮
	১.১১.৩	আচরণগত দৃষ্টিভঙ্গি (The Behavioural Perspective)	২৯
	১.১১.৪	মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি (The Humanistic Perspective)	৩২
	১.১১.৫	জ্ঞানীয় দৃষ্টিভঙ্গি (The Cognitive Perspective)	৩৩
১.১২		মনোবিজ্ঞানের শাখাসমূহ (Branches of psychology)	৩৪
	১.১২.১	সাধারণ মনোবিজ্ঞান (General Psychology)	৩৮
	১.১২.২	বিকাশ মনোবিজ্ঞান (Developmental Psychology)	৩৯
	১.১২.৩	সমাজ মনোবিজ্ঞান (Social Psychology)	৪০
	১.১২.৪	পরীক্ষণ মনোবিজ্ঞান (Experimental Psychology)	৪২
	১.১২.৫	শারীরবৃত্তীয় মনোবিজ্ঞান (Physiological Psychology)	৪৩
	১.১২.৬	শিক্ষা মনোবিজ্ঞান (Educational Psychology)	৪৪
	১.১২.৭	শিল্প-সাংগঠনিক মনোবিজ্ঞান (Industrial-Organizational Psychology)	৪৬
	১.১২.৮	প্রকৌশল মনোবিজ্ঞান (Engineering Psychology)	৪৮
	১.১২.৯	অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞান (Abnormal Psychology)	৫০

	১.১২.১০	চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান (Clinical Psychology)	৫১
	১.১২.১১	কাউন্সেলিং মনোবিজ্ঞান (Counseling Psychology)	৫২
	১.১২.১২	পরিবেশ মনোবিজ্ঞান (Environmental Psychology)	৫৪
	১.১২.১৩	স্কুল মনোবিজ্ঞান (School Psychology)	৫৫
	১.১২.১৪	স্বাস্থ্য মনোবিজ্ঞান (Health Psychology)	৫৭
১.১৩		মনোবিজ্ঞানে ব্যবহৃত পদ্ধতিসমূহ (Methods used in psychology)	৫৯
	১.১৩.১	অন্তর্দর্শন পদ্ধতি (Introspective Method) • সুবিধা ৫৯ • অসুবিধা ৬০	৫৯
	১.১৩.২	পর্যবেক্ষণ বা নিরীক্ষণপদ্ধতি (Method of Observation) • ধাপসমূহ ৬১ • সুবিধা ৬২ • অসুবিধা ৬২	৬০
	১.১৩.৩	প্রাকৃতিক পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণের মধ্যে পার্থক্য (Distinction between Naturalistic Observation and Controlled Observation)	৬৩
	১.১৩.৪	নিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণ ও অন্তর্দর্শন পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য (Distinction between Controlled Observation and Introspective Method)	৬৩
	১.১৩.৫	পরীক্ষণ পদ্ধতি (Experimental Method) • চল-এর প্রকারভেদ ৬৪ • পরীক্ষণ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য ৬৫ • সুবিধা ৬৬ • অসুবিধা ৬৭	৬৩
	১.১৩.৬	পরীক্ষণ ও নিয়মতান্ত্রিক পর্যবেক্ষণ-পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য (Difference between Experiment and Systematic Observation)	৬৭
	১.১৩.৭	পরিসংখ্যান পদ্ধতি (Statistical Method) • সুবিধা ৬৯ • অসুবিধা ৬৯	৬৮
	১.১৩.৮	চিকিৎসামূলক পদ্ধতি (Clinical Method) • সুবিধা ৬৯ • অসুবিধা ৭০	৬৯
	১.১৩.৯	জরিপপদ্ধতি (Survey Method) • সুবিধা ৭০ • অসুবিধা ৭১	৭০
	১.১৩.১০	ঘটনা অনুধ্যান পদ্ধতি (Case Study Method) • বৈশিষ্ট্য ৭২ • সুবিধা ৭২ • অসুবিধা ৭৩	৭১

দ্বিতীয় অধ্যায় : আচরণের জৈবিক ভিত্তি
(BIOLOGICAL BASIS OF BEHAVIOR)

২.১		কোষ (Cell)	৭৭
	২.১.১	কোষের সংজ্ঞা (Definition of cell)	৭৮
	২.১.২	কোষের আকার-আয়তন ও সংখ্যা (Quantity, Shape & Size of cell)	৭৮
	২.১.৩	কোষের প্রকারভেদ (Types of cell)	৭৯
	২.১.৪	একটি আদর্শ প্রাণী কোষের গঠন (Structure of a typical animal cell)	৮১
২.২		টিস্যু বা কলা (Tissue)	৮৮
২.৩		অঙ্গ ও তন্ত্র (Organ and Systems)	৯১
২.৪		স্নায়ুকোষ বা নিউরন (Neuron)	৯৩
	২.৪.১	নিউরনের গঠন (Structure of Neuron)	৯৪
	২.৪.২	স্নায়ুকোষ বা নিউরনের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Neuron)	৯৫

	২.৪.৩	নিউরনের কার্যাবলি (Function of Neurons)	৯৫
২.৫		স্নায়বিক প্রবাহ (Nerve Impulse)	৯৬
২.৬		সন্নিকর্ষ (Synapse)	৯৮
		• গঠন ৯৯ • বৈশিষ্ট্য ৯৯ • ধরণ ১০০ • কার্যাবলি ১০০	
২.৭		সন্নিকর্ষমূলক পরিবহণ (Synaptic Transmission)	১০০
২.৮		নিউরোট্রান্সমিটার (Neurotransmitters)	১০২
২.৯		প্রতিবর্তী ক্রিয়া (Reflex Action)	১০৩
		• ধরণ ১০৪ • বৈশিষ্ট্য ১০৫ • প্রতিবর্তী চক্র ১০৫	
২.১০		স্নায়ুতন্ত্র (Nervous system)	১০৫
		• স্নায়ুতন্ত্রের শ্রেণিবিভাগ (Classifications of nervous system)	১০৬
২.১১		কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (Central Nervous System)	১০৭
২.১২		মস্তিষ্ক (The Brain)	১০৭
	২.১২.১	সম্মুখমস্তিষ্ক (Fore Brain)	১০৮
		• গুরুমস্তিষ্ক ১০৮ • থ্যালামাস ১১০ • হাইপোথ্যালামাস ১১১ • সীমান্ততন্ত্র ১১১	
	২.১২.২	মধ্যমস্তিষ্ক (Mid Brain)	১১২
	২.১২.৩	পশ্চাৎ মস্তিষ্ক (Hind Brain)	১১২
		• জালাকৃতি সংগঠন (Reticular Formation)	১১৩
২.১৩		মেরুরজ্জুর (Spinal cord)	১১৪
	২.১৩.১	মেরুরজ্জুর গঠন (Structure of Spinal cord)	১১৪
	২.১৩.২	মেরুরজ্জুর কার্যাবলি (Function of Spinal cord)	১১৫
২.১৪		প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র (Peripheral Nervous System)	১১৬
২.১৫		ঐচ্ছিক /সোমাটিক স্নায়ুতন্ত্র (Somatic Nervours System)	১১৬
	২.১৫.১	করটিক স্নায়ুসমূহ (Cranial nerves)	১১৬
	২.১৫.২	সুষুম্নাস্নায়ু বা মেরুস্নায়ু (Spinal nerves)	১১৭
২,১৬		স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র (Automic Nervous System)	১১৮
	২.১৬.১	সমবেদী স্নায়ুতন্ত্র (Sympathic Nervous System)	১১৮
	২.১৬.২	পরাসমবেদী বা উপসমবেদী স্নায়ুতন্ত্র (Parasympathic Nervous System)	১১৯
	২.১৬.৩	সমবেদী ও পরাসমবেদী বা উপসমবেদী স্নায়ুতন্ত্রের পার্থক্য (Difference Between Sympathic and Parasympathic Nervours System)	১২০
	২.১৬.৪	ঐচ্ছিক স্নায়ুতন্ত্র ও স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্তের মধ্যে পার্থক্য (Difference between the somatic and automatic nervous systems)	১২০
২.১৭		কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র ও প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য (Difference between central and peripheral Nervous System)	১২১
২.১৮		অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিসমূহ (Endocrine Glands)	১২১
		• হরমোন ১২৩	
	২.১৮.১	পিটুইটারি গ্রন্থি (Pituitary gland)	১২৪
		• প্রভু গ্রন্থি ১২৪ • গঠন ও কার্যাবলী ১২৫	
	২.১৮.২	থাইরয়েড গ্রন্থি (Thyroid gland)	১২৬
	২.১৮.৩	প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি (Parathyroid gland)	১২৭

	২.১৮.৪	এড্রিনাল গ্রন্থি (Adrenal gland)	১২৮
	২.১৮.৫	অগ্ন্যাশয় (Pancreas)	১২৯
	২.১৮.৬	যৌনগ্রন্থি বা গোনাডর (Sex gland or Gonads)	১২৯
	২.১৮.৭	পিনিয়াল গ্রন্থি (Pineal Gland)	১৩০
	২.১৮.৮	থাইমাস গ্রন্থি (Thymus Gland)	১৩১
২.১৯		বংশগতি ও পরিবেশ (Heredity And Environment) • ফেরেল মানুষ ১৩২	১৩১
২.২০		বংশগতি (Heredity)	১৩২
	২.২০.১	ম্যান্ডেলের গবেষণা ও সূত্র (Mendel's Law and Research)	১৩২
	২.২০.২	ডিএনএ এবং আরএনএ (DNA & RNA)	১৩৩
	২.২০.৩	লিঙ্গ নির্ধারণ : ছেলে না মেয়ে নির্ধারণ (Sex Determination : Boy or girl?)	১৩৪
	২.২০.৪	লিঙ্গ সম্পর্কিত বৈশিষ্ট্য (Sex-linked Characteristics)	১৩৪
	২.২০.৫	লিঙ্গ সীমিত বৈশিষ্ট্য (Sex limited Characteristics)	১৩৪
২.২১		পরিবেশ (Environment)	১৩৪
	২.২১.১	জন্মপূর্ববর্তী পরিবেশ (Prenatal Environment)	১৩৫
	২.২১.২	জন্মপরবর্তী পরিবেশ (Post-natal Environment)	১৩৬
২.২২		আচরণের উপর বংশগতি ও পরিবেশের প্রভাব (The Influence of Heredity and Environment on Behaviour)	১৩৭
২.২৩		পরিণমন ও শিক্ষণ (Maturation and Learning) • প্রকারভেদ ১৩৮	১৩৮

তৃতীয় অধ্যায় : সংবেদন, প্রত্যক্ষ ও মনোযোগ
(SENSATION, PERCEPTION AND ATTENTION)

৩.১		সংবেদন (Sensation)	১৪৩
	৩.১.১	সংবেদনের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Sensation)	১৪৪
	৩.১.২	সংবেদনের সাথে প্রত্যক্ষণের সম্পর্ক (Relationship Between Sensation and Perception) • সাদৃশ্য ১৪৫ • বৈসাদৃশ্য ১৪৫	১৪৫
৩.২		সংবেদন সীমা বা সমতল কী? (What is Sensory Threshold?)	১৪৬
৩.৩		সংবেদন সীমার প্রকারভেদ (Types of Sensory Threshold)	১৪৬
	৩.৩.১	সর্বনিম্ন সংবেদন সীমা বা সংবেদনের আরম্ভসীমা (Absolute threshold or Reiz limen; RL)	১৪৭
	৩.৩.২	সংবেদনের পার্থক্যসূচক গ্রাহ্যসীমা (Differential Threshold or Differencial limen; DL)	১৪৮
	৩.৩.৩	সংবেদনের সর্বোচ্চ সীমা বা সংবেদনের প্রান্তিক সীমা (Terminal Threshold; TL)	১৪৯
৩.৪		সংবেদন সমতা বা অভিযোজনশীলতা (Sensory Adaptation)	১৫০
৩.৫		ইন্দ্রিয় অঙ্গ ও ধরন (Sense Organs & Types)	১৫১
৩.৬		মানব চক্ষু (The Human Eye)	১৫১
	৩.৬.১	চোখের গঠন (Structure of Eye)	১৫১
	৩.৬.২	অক্ষিপট এবং এর স্তরবিন্যাস (Retina and its Layers)	১৫৩

৩.৬.৩ দণ্ড ও শঙ্কুকোষ (Rods and cones) ১৫৪
৩.৬.৪ চক্ষুর কার্যাবলি (Functions of Eye) ১৫৫
৩.৬.৫ দর্শন প্রণালি (The Visual System) ১৫৫
৩.৭ মানব কর্ণ বা শ্রবণেন্দ্রিয় (Human Ear or Auditory) ১৫৭
৩.৭.১ কর্ণের গঠন ও কার্যাবলি (Structure and functions of Ear) ১৫৭
৩.৭.২ শ্রবণ প্রণালি (The Auditory System) ১৫৯
৩.৭.২ শ্রবণোদ্দীপক (The Auditory stimulus) ১৫৯
৩.৭.৪ শ্রবণ মতবাদ (Theories of Hearing) ১৬১
৩.৮ ত্বক ইন্দ্রিয় (The Skin Senses) ১৬২
৩.৮.১ ত্বকের গঠন (Structure of Skin) ১৬২
৩.৮.২ ত্বকের কার্যাবলি (Functions of Skin) ১৬৩
৩.৮.৩ ত্বক সংবেদনের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Skin Senses) ১৬৩
৩.৯ প্রত্যক্ষণ (Perception) ১৬৫
৩.৯.১ প্রত্যক্ষণের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Perception) ১৬৬
৩.৯.২ প্রত্যক্ষণের প্রকৃতি বা স্বরূপ (Nature of Perception) ১৬৭
৩.১০ প্রতীক-পটভূমি প্রত্যক্ষণ (Figure-Ground Perception) ১৬৮
৩.১০.১ প্রতীক-পটভূমির বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics of Figure and Ground) ১৭০
৩.১০.২ প্রতীক ও পটভূমি প্রত্যক্ষণের পার্থক্য (Difference Between Figure and Ground Perception) ১৭০
৩.১১ প্রত্যক্ষণ সংগঠন বা সুবিন্যস্তকরণ (Perceptual organization) ১৭০
৩.১১.১ প্রত্যক্ষণ সুবিন্যস্তকরণে উদ্দীপক উপাদান (Stimulus factors of Perceptual organization) ১৭১
৩.১১.২ প্রত্যক্ষণ সুবিন্যস্তকরণে জৈবিক উপাদান (Organismic factors of Perceptual organization) ১৭৩
৩.১২ প্রত্যক্ষণের স্থিরতা (Perceptual Constancy) ১৭৪
৩.১২.১ প্রত্যক্ষণের স্থিরতার প্রকারভেদ (Types of Perceptual Constency) ১৭৪
• আকার স্থিরতা ১৭৪ • ধরনগত স্থিরতা ১৭৬ • উজ্জ্বলতার স্থিরতা ১৭৬
৩.১৩ ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ বা অধ্যাস (Illusion) ১৭৭
৩.১৩.১ অধ্যাসের প্রকারভেদ (Type of illusion) ১৭৭
৩.১৪ অলীক প্রত্যক্ষণ (Hallucination) ১৮০
৩.১৪.১ ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ ও অলীক প্রত্যক্ষণের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য (Similarities and Dissimilarities of Illusion & Hallucination) ১৮১
৩.১৫ গভীরতা বা দূরত্ব প্রত্যক্ষণ (Depth or Distance Perception) ১৮১
৩.১৫.১ একচক্ষুমূলক সংকেত (Monocular Cues) ১৮২
৩.১৫.২ দ্বি-চক্ষুমূলক সংকেত (Binocular Cues) ১৮৪
৩.১৫.৩ অচক্ষুমূলক সংকেত (Non-visual Cues) ১৮৫
৩.১৬ সময় প্রত্যক্ষণ (Time Perception) ১৮৫
৩.১৬.১ সময় প্রত্যক্ষণের পদ্ধতি (Methods of Time Perception) ১৮৫
৩.১৭ প্রত্যক্ষণের নির্বাচনমুখিতা (Selectivity in Perception) ১৮৬
৩.১৮ মনোযোগ (Attention) ১৮৭
৩.১৮.১ মনোযোগের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Attention) ১৮৮
৩.১৮.২ মনোযোগের পরিধি (Span of Attention) ১৮৯

৩.১৮.৩ মনোযোগের শর্তসমূহ (Factors or Determinants of Attention) ১৮৯
• বাহ্যিক শর্তাবলি ১৮৯ • অভ্যন্তরীণ শর্তাবলি ১৯০

চতুর্থ অধ্যায় : শিক্ষণ
(LEARNING)

৪.১ শিক্ষণের প্রকৃতি (Nature of learning) ১৯৫
৪.১.১ শিক্ষণের সংজ্ঞা (Definition of Learning) ১৯৬
৪.১.২ শিক্ষণের উপাদান বা শর্তসমূহ (Factors of Learning) ১৯৭
৪.১.৩ শিক্ষণ ও পরিণমন (Learning and Maturation) ১৯৮
৪.১.৪ শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার শ্রেণিবিভাগ (Classification of learning processes) ১৯৯
৪.২ প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধনের মাধ্যমে শিক্ষণ (Trial and Error learning) ১৯৯
৪.২.১ থর্নডাইকের পরীক্ষণ (Throndike's Experiment) ১৯৯
৪.২.২ থর্ণডাইকের শিক্ষণের নীতিসমূহ (Laws of Throndike's Learning) ২০০
৪.৩ চিরায়ত সাপেক্ষীকরণ (Classical Conditioning) ২০২
৪.৩.১ সাপেক্ষীকরণ কী? (What is conditioning?) ২০২
৪.৩.২ প্যাভলভের পরীক্ষণ (Pavlov's Experiment) ২০৩
৪.৩.৩ চিরায়ত সাপেক্ষণের শিক্ষণের নীতিসমূহ (Priciples of Learning of Classical Conditioning) ২০৫
৪.৩.৪ সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়ায় অর্জন (Acquisition of the Conditioned Response) ২০৬
৪.৪ সহায়ক বা করণ শিক্ষণ (Instrumental Learning Or Operant Conditioning) ২০৮
৪.৪.১ সহায়ক শিক্ষণের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Operat Learning) ২০৮
৪.৪.২ স্কিনার পরীক্ষণ (Skinner's Experiment) ২০৯
৪.৪.৩ শেপিং প্রক্রিয়া (Shaping Process) ২০৯
৪.৪.৪ চিরায়ত সাপেক্ষীকরণ ও সহায়ক শিক্ষণের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য (Similarities and Dissimilarities between Classical Conditionin and Instrumental Conditioning) ২১০
৪.৫ পরিহার শিক্ষণ (Avoidance Learning) ২১১
৪.৬ পরিজ্ঞানমূলক শিক্ষণ (Insightful learning) ২১২
৪.৬.১ কোহলারের পরীক্ষণ (Kohler's Experiment) ২১৩
৪.৬.২ জ্ঞানগত মানচিত্র (Cognitive Map) ২১৪
৪.৭ সুপ্তশিক্ষণ (Latent learning) ২১৪
৪.৮ অনুকরণ ও পর্যবেক্ষণমূলক শিক্ষণ (Imitation and Observational Learning) ২১৫
৪.৯ বলবর্ধক (Reinforcement) ২১৭
৪.৯.১ বলবর্ধকের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Reinforcement) ২১৭
৪.৯.২ বলবর্ধকের অনুসূচি (Schedules of Reinforcement) ২১৮
৪.১০ শাস্তি (Punishment) ২২০
৪.১১ শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য (Characteristic Of Learning Processes) ২২১
৪.১১.১ সার্বিকীকরণ (Generalization) ২২১
৪.১১.২ পৃথকীকরণ (Discrimination) ২২২
• সার্বিকীকরণ ও পৃথকীকরণের মধ্যে পার্থক্য ২২৩
৪.১১.৩ অবলুপ্তি (Extinction) ২২৩
৪.১১.৪ স্বতঃস্ফূর্ত পুনরাগমন (Spontaneous Recovery) ২২৪

পঞ্চম অধ্যায় : স্মৃতি ও বিস্মৃতি
(MOMORY AND FORGETTING)

৫.১ স্মৃতি বলতে কী বোঝায়? (What is meant by Memory?) ২২৯
৫.১.১ স্মৃতির সংজ্ঞা (Definition of Memory) ২৩০
৫.১.২ স্মৃতির উপাদান (Elements of Memory) ২৩০
৫.১.৩ তথ্য প্রক্রিয়াকরণ তত্ত্ব (The Information processing Approach) ২৩১
৫.১.৪ স্মৃতির স্তরসমূহ (Stages of Memory) ২৩১
৫.১.৫ সংবেদী স্মৃতি (Sensory Memory) ২৩২
৫.১.৬ ক্ষণস্থায়ী স্মৃতি (Short term Memory) ২৩৫
৫.১.৭ দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি (Long Term Memory) ২৩৭
৫.১.৮ স্বল্পস্থায়ী ও দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতির মধ্যে পার্থক্য (Difference between Short Term and Long Term Memory) ২৪০
৫.১.৯ স্মৃতি পরিমাপের পদ্ধতিসমূহ (Methods or Indices of Memory) ২৪১
- পুনরুদ্রেক পদ্ধতি ২৪১ • প্রত্যাভিজ্ঞা পদ্ধতি ২৪২ • পুনঃশিক্ষণ বা সঞ্চয় পদ্ধতি ২৪২
- পুনর্গঠন পদ্ধতি ২৪৩ • প্রতিক্রিয়ার গতি ২৪৩

৫.১.১০ স্মৃতির উন্নতি সাধন (Improvement of Memory) ২৪৩
৫.২ বিস্মৃতি (Forgetting) ২৪৪
৫.২.১ বিস্মৃতির তত্ত্বসমূহ (Theories of Forgetting) ২৪৫
- অব্যবহারজনিত স্মৃতির অবক্ষয় তত্ত্ব ২৪৫ • প্রতিবন্ধকতা মতবাদ ২৪৮
- স্মৃতিচিহ্নের ধারাবাহিক বিকৃতকরণ মতবাদ ২৪৯ • প্রেষিত বিস্মৃতি মতবাদ ২৪৯
- আবেগজনিত মতবাদ ২৫০ • পুনরুদ্ধারের ব্যর্থতা মতবাদ ২৫০

৫.২.২ বিস্মৃতির কারণসমূহ (Causes of Forgetting) ২৫০

ষষ্ঠ অধ্যায় : প্রেষণা
(MOTIVATION)

৬.১ প্রেষণার প্রকৃতি (Nature of Motivation) ২৫৫
৬.১.১ প্রেষণার সংজ্ঞা (Definition of Motivation) ২৫৫
৬.১.২ প্রেষণাচক্র (Motivation Cycle) ২৫৬
৬.১.৩ প্রেষিত আচরণ (Motivated Behavior) ২৫৭
৬.১.৪ প্রেষিত আচরণের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Motivated Behavior) ২৫৭
৬.১.৫ প্রেষণার শ্রেণিবিভাগ (Classification of Motivation) ২৫৮
৬.২ জৈবিক প্রেষণা (Biological Motivation) ২৫৯
৬.২.১ জৈবিক প্রেষণার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Biological Motivation) ২৫৯
৬.২.২ ক্ষুধা (Hunger) ২৬০
৬.২.৩ তৃষ্ণা (Thirst) ২৬২
৬.২.৪ যৌন প্রেষণা (Sexual Motivation) ২৬৩
৬.২.৫ মাতৃত্ব (Maternity) ২৬৪
৬.৩ শিক্ষালব্ধ বা সামাজিক বা গৌণ প্রেষণা (Learned or Social or Secondary Motivation) ২৬৪

৬.৩.২	সামাজিক বা গৌণ প্রেষণার ধরন (Types of Social or Secondary Motivation)	২৬৫
৬.৪	জৈবিক ও সামাজিক প্রেষণার পার্থক্য বা মূখ্য ও গৌণ প্রেষণার পার্থক্য (Difference between Biological and Social Motivation)	২৬৭
৬.৫	অভ্যন্তরীণ ভারসাম্য (Homeostasis)	২৬৮
৬.৬	মানব জীবনে প্রেষণার গুরুত্ব (Importance of Motivation in Human life)	২৬৯

সপ্তম অধ্যায় : আবেগ
(EMOTION)

৭.১	আবেগ (Emotion)	২৭৩
৭.১.১	আবেগ ও অনুভূতির মধ্যে পার্থক্য (Difference between emotion and feelings)	২৭৪
৭.২	আবেগের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Emotions)	২৭৫
৭.২.১	প্লুটচিক-এর ত্রি-মাত্রিক শ্রেণীবিভাগ (plutchick's Three-Dimentional Classification)	২৭৫
৭.৩	আবেগের বিকাশ (Development of Emotion)	২৭৬
৭.৪	আবেগের শারীরবৃত্তীয় ভিত্তি (Physiological Bases of Emotion)	২৮০
৭.৫	আবেগকালীন দৈহিক পরিবর্তন (Bodily changes in Emotion)	২৮১
৭.৬	আবেগের সময় আচরণগত পরিবর্তন বা মানসিক পরিবর্তন (Behavioural/Mental Changes in Emotion)	২৮২
৭.৭	আবেগের মতবাদসমূহ (Theories of Emotion)	২৮৩
৭.৭.১	জেমস-ল্যাং মতবাদ (James-Lange Theory)	২৮৩
৭.৭.২	ক্যানন বার্ড মতবাদ (Canon-Bard Theory)	২৮৪
৭.৭.৩	স্যাকটার সিঙ্গার মতবাদ (Schachter-Singer Theory)	২৮৫

অষ্টম অধ্যায় : ব্যক্তিত্ব
(PERSONALITY)

৮.১	ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা (Definition of Personality)	২৮৯
৮.২	ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপাদান (Elements of Personality Development)	২৯০
৮.৩	ব্যক্তিত্বের প্রকারভেদ (Types of Personality)	২৯২
৮.৪	শারীরিক গঠন মতবাদ (Physical Constitution Theory)	২৯৩
৮.৪.১	ক্রেতসমারের শারীরিক গঠন মতবাদ (Kretschmer's Physical Constitution Theory)	২৯৩
৮.৪.২	শেলডনের শারীরিক গঠন মতবাদ (Sheldon's Physical Constitution Theory)	২৯৩
৮.৫	মনোগতীয় পারসপেক্টটিভ (Psychodynamic Perspective)	২৯৪
৮.৫.১	সিগমুন্ড ফ্রয়েডের সাইকোডায়নামিক পারসপেক্টটিভ (Freud's Psychodynamic Perspective) বা, সিগমুন্ড ফ্রয়েডের ব্যক্তিত্বের মতবাদ (Sigmond Freud's Personality Theory)	২৯৫
	ক. ব্যক্তিত্বের গঠন বা কাঠামো (Structure of Personality)	২৯৫
	খ. ব্যক্তিত্ব বিকাশের পর্যায় (Stage of Development of Personality)	২৯৭
	গ. ব্যক্তিত্বের গতিশীলতা (Dynamics of personality)	২৯৮
	ঘ. ব্যক্তিত্বের বিকাশ (Development of Personality)	২৯৮
	ঙ. প্রতিরক্ষামূলক কৌশল (Defence Mechanism)	২৯৯
৮.৫.২	আলফ্রেড এডলার (Alfred Adler's Theory)	৩০০

৮.৫.৩ কার্ল ইয়ুং এর মনস্তাত্ত্বিক প্রকারভেদ তত্ত্ব (Carl Jung's Psychological Type Theory) ৩০১
- অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী ব্যক্তিত্বের পার্থক্য ৩০৩

৮.৬ সংলক্ষণ পারসপেক্টিভ (The Trait Perspective) ৩০৩
৮.৬.১ ক্যাটেলের সংলক্ষণ মতবাদ (Cattle's Traits Theory) ৩০৪
৮.৬.২ আলপোর্ট এর সংলক্ষণ মতবাদ (Allport's Traits Theory) ৩০৬
৮.৬.৩ আইসেঙ্ক-এর ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ (Eisenck's Traits of Personality) ৩০৬
৮.৭ আচরণগত ও সামাজিক শিক্ষণ পারসপেক্টিভ (Behavioural & Social Learning Perspective) ৩০৮
৮.৭.১ ব্যক্তিত্বে প্রয়োগকৃত স্কিনারের ধারণা (Skinner's Ideas Applied to Personality) ৩০৮
৮.৭.২ বান্দুরা এবং সামাজিক শিক্ষণ তত্ত্ব (Albert Bandura and the Social Learning Theory) ৩১০
৮.৭.৩ ওয়াল্টার মিশেল এবং ব্যক্তি-পরিস্থিতি বিতর্ক (Walter Mischel and the Person-Situation Controversy) ৩১১
৮.৮ মানবিক পারসপেক্টিভ (Humanistic Perspective) ৩১১
৮.৮.১ কার্ল রজার্স-এর ব্যক্তিকেন্দ্রিক মতবাদ (Carl Rogers Person-Centered Theory) ৩১২
৮.৮.২ মাসলোর আত্মোপলব্ধি তত্ত্ব (Maslow's Theory of Self-Actualization) ৩১৩
৮.৯ ব্যক্তিত্বের পরিমাপ (Measurement of Personality) ৩১৪
৮.১০ প্রক্ষেপণমূলক অভীক্ষা (Projective Test) ৩১৪
৮.১০.১ রোরশাক কালির ছাপ অভীক্ষা (Rorschach Ink blot Test) ৩১৫
৮.১০.২ কাহিনি সংপ্রত্যক্ষণ অভীক্ষা (Thematic Apperception Test; TAT) ৩১৬
৮.১১ অ-প্রক্ষেপণমূলক অভীক্ষা (Non-Projective Test) ৩১৭
৮.১২ সাক্ষাৎকার (Interview) ৩১৭
৮.১৩ ব্যক্তিত্ব প্রশ্নমালা (Personality Inventory) ৩১৮
৮.১৩.১ মিনোসোটা বহুমুখী ব্যক্তিত্ব প্রশ্নমালা (Minnesota Multiphasic Personality Inventory; MMPI) ৩১৮
৮.১৩.২ ক্যালিফোর্নিয়া মনস্তাত্ত্বিক প্রশ্নমালা (California Psychological Inventory; CPI) ৩১৯
৮.১৩.৩ অলপোর্ট-ভারনন-লিন্ডজে স্কেল (Allport-Vernon-Lindzey Study of Values) ৩২০
৮.১৪ পরিস্থিতিমূলক অভীক্ষা (Situational Test) ৩২১

নবম অধ্যায় : বুদ্ধি
(INTELLIGENCE)

৯.১ বুদ্ধির স্বরূপ (Nature of Intelligence) ৩২৫
৯.২ বুদ্ধির সংজ্ঞা (Definition of intelligence) ৩২৬
৯.৩ বুদ্ধি পরিমাপে ঐতিহাসিক পটভূমি (Historical Background of Intelligence) ৩২৭
৯.৪ ব্যক্তিগত বুদ্ধি অভীক্ষা (Individual Intelligence Test) ৩২৮
৯.৪.১ বিনে-সাইমন বুদ্ধি অভীক্ষা (Binet-Simon Intelligence Test) ৩২৮
৯.৪.২ স্ট্যানফোর্ড বিনে অভীক্ষা (Stanford-Binet Intelligence Test) ৩৩০
- বুদ্ধ্যাঙ্ক (Intelligence Quotient) ৩৩২

৯.৪.৩ স্ট্যানফোর্ড-বিনে বুদ্ধি অভীক্ষা-চতুর্থ সংস্করণ (The Standford Binet Intelligence Test-Fourth Edition) ৩৩৪
৯.৪.৪ ওয়েশলার বুদ্ধি অভীক্ষা (Wechsler Intelligence Test) ৩৩৭
৯.৫ দলভিত্তিক অভীক্ষা (Group Test) ৩৩৯

৯.৫.১ আর্মি আলফা অভীক্ষা (Army Alpha Test) ৩৩৯
৯.৫.২ আর্মি বিটা অভীক্ষা (Army Beta Test) ৩৪১
৯.৫.৩ ব্যক্তিভিত্তিক বুদ্ধি অভীক্ষা ও দলভিত্তিক বুদ্ধি অভীক্ষার মধ্যে পার্থক্য (Difference between Individual and group Intelligence Test) ৩৪২
৯.৬ ভাষাভিত্তিক বুদ্ধি (Verbal Intelligent Test) ৩৪২
৯.৭ কার্যসম্পাদনী অভীক্ষা (Performance Test) ৩৪৩
৯.৭.১ ব্লক ডিজাইন অভীক্ষা (Block Design Test) ৩৪৩
৯.৭.২ আলেক্সজান্ডার পাস এলং অভীক্ষা (Alexander Pass Along Test) ৩৪৪
৯.৭.৩ ভাষাভিত্তিক ও কার্যসম্পাদনী অভীক্ষার মধ্যে পার্থক্য (Difference Between Verbal and Performance Test) ৩৪৫
৯.৮ সৃজনশীলতা ও বুদ্ধি (Creativity and Intelligence) ৩৪৫

দশম অধ্যায় : চিন্তন, ভাষা ও সমস্যা সমাধান
(THINKING, LANGUAGE AND PROBLEM SOLVING)

১০.১ ভাষা (Language) ৩৫১
১০.১.১ ভাষার কাঠামো এবং নীতি (The Structure of Language) ৩৫২
১০.১.২ ভাষা উদ্ভবের মডেল (Generative Models of Language) ৩৫৪
১০.১.৪ ভাষার নীতি (Rules of language) ৩৫৪
১০.১.৩ ভাষা কীভাবে অর্জিত হয়? (How language is learned?) ৩৫৬
১০.২ চিন্তন কী? (What is Thinking?) ৩৫৮
১০.২.১ চিন্তন প্রক্রিয়া (Thinking Process) ৩৫৯
১০.২.২ চিন্তন-প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Thinking Process) ৩৬০
১০.২.৩ চিন্তন প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ (Steps of Thinking Process) ৩৬১
১০.২.৪ প্রতীক প্রক্রিয়া ও চিন্তন (Symbolic Process and Thinking) ৩৬৩
১০.৩ প্রত্যয় বা ধারণা (Concept) ৩৬৩
১০.৩.১ প্রত্যয় গঠন (Concept Formation) ৩৬৪
১০.৩.২ প্রত্যয় বা ধারণার প্রকারভেদ (Types of Concepts) ৩৬৭
১০.৪ সমস্যা (Problem) ৩৬৯
১০.৪.১ সমস্যা সমাধানের ধাপসমূহ (Stage of Problem Solving) ৩৭১
১০.৪.২ সমাধানের প্রক্রিয়াসমূহ (Processes in Problem Solving) ৩৭৪

একাদশ অধ্যায় : হতাশা ও দ্বন্দ্ব
(FURSTRATION AND CONFLICT)

১১.১ হতাশার সংজ্ঞা (Definition of Frustration) ৩৭৯
১১.১.১ হতাশার উৎসসমূহ বা কারণ (Source or Causes of Frustration) ৩৭৯
১১.১.২ হতাশার প্রতি প্রতিক্রিয়া (Reaction to Frustration) ৩৮০
১১.১.৩ হতাশার প্রতি সরাসরি/ উপযোগী/ গঠনমূলক প্রতিক্রিয়া Direct/ Adaptive/ Constructive Reaction to Frustration ৩৮০

১১.১.৪ হতাশার প্রতি পরোক্ষ/ অনুপযোগী প্রতিক্রিয়া বা আত্মরক্ষামূলক কৌশল Indirect/non-Adaptive Reaction Or Ego Defense Mechanism ৩৮১
১১.২ দ্বন্দ্বের সংজ্ঞা (Definition of Conflict) ৩৮৩
১১.২.১ দ্বন্দের প্রকারভেদ (Types of Conflict) ৩৮৩
১১.২.২ হতাশা ও দ্বন্দ্বের প্রভাব (Effect of Frustration & Conflict) ৩৮৫
১১.২.৩ পরীক্ষণমূলক নিউরোসিস (Experimental Neurosis) ৩৮৬
১১.৩ অস্বভাবী আচরণের কারণ (Causes of Abnormal Behaviour) ৩৮৬
১১.৩.১ জৈবিক বা শারীরবৃত্তীয় কারণ (Biological causes) ৩৮৭
১১.৩.২ মনোবৈজ্ঞানিক বা মনোবৃত্তীয় কারণ (Psychological Causes) ৩৮৮
১১.৩.৩ কৃষ্টি সম্পর্কিত এবং সামাজিক কারণ (Cultural and Social Causes) ৩৮৯

দ্বাদশ অধ্যায় : মনোভাব
(ATTITUDE)

১২.১ মনোভাবের সংজ্ঞা (Definition of Attitude) ৩৯১
১২.২ মনোভাবের উপাদান (Elements of Attitude) ৩৯১
১২.৩ মনোভাব গঠন (Attitude Formation) ৩৯২
১২.৪ মনোভাব পরিবর্তন (Attitude Change) ৩৯৩
১২.৫ মনোভাব পরিমাপ (Attitude Measurement) ৩৯৬
১২.৫.১ থার্সটোন-কেভ মানক (Thurstone-Chave scale) ৩৯৬
১২.৫.২ লিকার্ট মানক (Likert’s Scale) ৩৯৭
১২.৫.৩ শব্দার্থ প্রভেদকারী মানক (Semantic Differential) ৩৯৮
১২.৫.৪ বোগার্ডাস এর সামাজিক দূরত্ব পরিমাপক স্কেল (Bogardus Social distance Scale) ৩৯৯

ত্রয়োদশ অধ্যায় : গণযোগাযোগ ও সমষ্টিগত আচরণ
(MASS COMMUNICATIONS AND COLLECTIVE BEHAVIOR)

১৩.০ গণ আচরণ (Mass Behaviour) ৪০৩
১৩.১ জনমত কি? (What is Public Opinion?) ৪০৩
১৩.১.১ জনমত গঠন (Formation of Public Opinion) ৪০৪
১৩.১.২ জনমতের মাধ্যমসমূহ (Agencies of Public Opinion) ৪০৪
১৩.১.৩ জনমতের উপাদান (Factors of Public Opinion) ৪০৬
১৩.১.৪ জনমত জরিপ বা পরিমাপ (Measurement of Public Opinion) ৪০৬
১৩.২ প্রচারণা কি? (What is Propaganda?) ৪০৮
১৩.২.১ প্রচারণার কৌশলসমূহ (Techniques of Propaganda) ৪০৯
১৩.২.২ ফলপ্রসু প্রচারণার নীতিসমূহ (Principles of Effective Propaganda) ৪০৯
১৩.৩ পূর্বসংস্কার (Prejudice) ৪১০
১৩.৩.১ পূর্বসংস্কারের বিকাশ (Development of Prejudice) ৪১০
১৩.৩.২ পূর্ব সংস্কার হ্রাসের উপায় (Process to Reducing Prejudice) ৪১২
১৩.৪ বদ্ধমূল ধারণা বা চিরায়ত ধারণা (Stereotypes) ৪১২

১৩.৫ জনতা কি? (What is Crowd?) ৪১৩
১৩.৫.১ জনতার শ্রেণি বিভাগ (Types of Crowd) ৪১৪
১৩.৫.২ জনতার আচরণ (Crowd behaviour) ৪১৪
১৩.৫.৩ জনতার আচরণের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Crowd Behaviour) ৪১৪
১৩.৬ উচ্ছৃঙ্খল জনতা (Mob) ৪১৫
১৩.৬.১ উচ্ছৃঙ্খল জনতার কারণ (Causes of Mob) ৪১৬
১৩.৬.২ জনতা ও উচ্ছৃঙ্খল জনতার মধ্যে পার্থক্য (Difference between Crowd and Mob) ৪১৬
১৩.৭ গুজব কি? (What is Rumour?) ৪১৭
১৩.৭.১ গুজব কিভাবে ছড়ায় (How Rumour Spread) ৪১৭
১৩.৭.২ গুজব কেন ছড়ায় বা গুজবের কারণ (Why Rumour Spread or Causes of Rumour) ৪১৭

চতুর্দশ অধ্যায় : মানসিক স্বাস্থ্য
(MENTAL HEALTH)

১৪.১ মানসিক স্বাস্থ্যের ধারণা (Concept of Mental Health) ৪২৩
১৪.২ মানসিক স্বাস্থ্যের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Mental Health) ৪২৪
১৪.৩ মানসিক স্বাস্থ্য আন্দোলনের ইতিহাস (History of Mental Health Movement) ৪২৫
১৪.৪ বাংলাদেশে মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার ব্যাপকতা (Amplitude of Mental Health Prbolems in Bangladesh) ৪২৬
১৪.৫ কৈশোর/তরুণ্যে মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা (Mental Health Prbolems in adolescence) ৪২৭
১৪.৬ বাংলাদেশের মানসিক স্বাস্থ্যের ঝুঁকির উপাদানসমূহ (Risk factors of Mental Health in Bangladesh) ৪২৮
১৪.৭ কতিপয় প্রধান মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা (Some major mental health problems) ৪২৯
১৪.৮ মানসিক ব্যাধির প্রাথমিক লক্ষণ, রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা (Early Symptoms, Diagnosis, Treatement of Mental Health Disorder) ৪৩২
১৪.৯ মানসিক স্বাস্থ্য সেবার সাথে সম্পর্কিত পেশাসমূহ (Mental Health Service Related Professions) ৪৩৩

গ্রন্থপঞ্জি ৪৩৭
প্রশ্নব্যাংক ৪৩৯
- দর্শন বিভাগ (অনার্স প্রথমবর্ষ - জাবি, পরীক্ষা-২০১৯ থেকে ২০২৩) ৪৪০
- দর্শন বিভাগ (অনার্স প্রথমবর্ষ - ঢা.বি. অধিভুক্ত সাত কলেজ, পরীক্ষা-২০১৯ থেকে ২০২৩) ৪৪৮
- ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ (অনার্স প্রথমবর্ষ - জাবি, পরীক্ষা-২০১৯ থেকে ২০২৩) ৪৫১
- গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিভাগ (অনার্স দ্বিতীয়বর্ষ - গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ, পরীক্ষা-২০১৪ থেকে ২০২৩) ৪৬০
- মনোবিজ্ঞান বিভাগ (অনার্স প্রথমবর্ষ - ঢা.বি. অধিভুক্ত সাত কলেজ, পরীক্ষা-২০১৮ থেকে ২০২৩) ৪৬৭
- মনোবিজ্ঞান বিভাগ (অনার্স প্রথমবর্ষ - জা.বি., পরীক্ষা-২০১৪ থেকে ২০২৩) ৪৭০

অবতরণিকা
[INTRODUCTION]

১.১ : মনোবিজ্ঞান ও এর বিকাশ ধারা
(Psychology and its Developmental Sequence)

বর্তমানে মনোবিজ্ঞান একটি অতি জনপ্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বেশ পরিচিতি লাভ করেছে। এর কারণ মনোবিজ্ঞানীরা প্রায় প্রতিনিয়ত মানুষের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে গবেষণাকাজে ব্যস্ত রয়েছেন। এমন একসময় ছিল যখন মানুষ মনে করত যে, মনোবিজ্ঞান শুধু মন নিয়ে আলোচনা করে। কিন্তু, আজ এ ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণ হয়েছে। মনোবিজ্ঞানীগণ এখন মানুষের আচরণ সম্বন্ধে অনুধ্যান করেন এবং এরূপ অনুধ্যান কাজে পরীক্ষণ ও নিরীক্ষণ পদ্ধতিকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেন। বর্তমানে মনোবিজ্ঞানীগণ মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় কাজ করছেন। মনোবিজ্ঞানের এ শাখাসমূহ হলো- সাধারণ মনোবিজ্ঞান, পরীক্ষণ মনোবিজ্ঞান, সমাজ মনোবিজ্ঞান, শিল্প মনোবিজ্ঞান, শিশু মনোবিজ্ঞান, শিক্ষা মনোবিজ্ঞান, বিকাশ মনোবিজ্ঞান, চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি। আমেরিকায় যেসব মনোবিজ্ঞানী প্র্যাকটিস করেন তাঁদের অধিকাংশই চিকিৎসা ও উপদেশনার ক্ষেত্রে কাজ করেন। স্টেপ ও ফুলচার (১৯৮১)-এর পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, মোট প্র্যাকটেসিং মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে চিকিৎসা ও উপদেশনায় ৫৪%, পরীক্ষণমূলক ক্ষেত্রে ৮%, শিল্পে ৭%, সমাজ ও ব্যক্তিত্বে ৬%, স্কুল পর্যায়ে ৭%, শিক্ষামূলক ৫%, বিকাশক্ষেত্রে ৪% এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ৯% নিয়োজিত আছেন (উৎস : হেনরি এল. রডিজার ও অন্যান্য, ১৯৮৪)। বলা প্রয়োজন যে, মনোবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত করার ক্ষেত্রে আমেরিকা, রাশিয়া, জার্মান, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রিয়া, সুইজারল্যান্ড, গ্রিক প্রভৃতি দেশের দার্শনিক, মনোবিজ্ঞানী ও শরীরবিজ্ঞানীদের অবদান কম নয়। বাংলাদেশেও মনোবিজ্ঞান চর্চা কম নয়। প্র্যাকটিসিং মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে চিকিৎসা, কাউন্সেলিং, শিক্ষামূলক গবেষণায়, বিকাশ, শিল্পে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে নিয়োজিত আছেন। তবে কোনো কোনো দেশের অবদান বেশি হতে পারে আবার কোনো কোনো দেশের মনোবিজ্ঞানীদের অবদান কম হতে পারে।

আরেকটি বিষয় এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে, প্রাচীন দার্শনিকগণ মনোবিজ্ঞানকে যেই অর্থে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন; সেই অর্থে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা মনোবিজ্ঞানকে সংজ্ঞায়িত করেন না। এখন আমরা মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞাগুলোকে কয়েকটি স্তরে বিভক্ত করে এর বিকাশধারা পর্যালোচনা করতে পারি। যেমন-

প্রথম পর্যায়ের সংজ্ঞা : মন বা আত্মা

গ্রিক দার্শনিক প্লেটোর মতে, "মনোবিজ্ঞান আত্মা সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান।" (Psychology is the science of soul-Plato)

মন্তব্য– এরূপ সংজ্ঞা অস্পষ্ট। কারণ মন বা আত্মাকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে অনুধ্যান করা যায় না। সুতরাং এ সংজ্ঞাটি বর্তমানে অচল।

দ্বিতীয় পর্যায়ের সংজ্ঞা : চেতনা

জার্মান মনোবিজ্ঞানী ড. উইলহেম উন্ডের মতে, "মনোবিজ্ঞান একটি চেতনার বিজ্ঞান।"

মন্তব্য– আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা চেতনাকে মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করেননি। আচরণবাদীরাও এ সংজ্ঞার তীব্র সমালোচনা করেছেন এবং বলেন যে, চেতনা মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হতে পারে না; কেননা চেতনা বাহ্য প্রত্যক্ষণের বিষয় নয়।

তৃতীয় পর্যায়ের সংজ্ঞা : আচরণ

আমেরিকার মনোবিজ্ঞানী জে. বি. ওয়াটসন ১৯১৩ সালে 'Psychology as the behaviourist views it' নামক প্রবন্ধে যুক্তির সাথে উল্লেখ করেন যে, মনোবিজ্ঞান মানুষ ও প্রাণীর আচরণের বিজ্ঞান। তাঁর এ বক্তব্য দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অনেক মনোবিজ্ঞানী মনোবিজ্ঞানকে আচরণের বিজ্ঞান হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যেমন-

- ই. আর. হিলগার্ড (১৯৬২) বলেন, "মনোবিজ্ঞানকে এমন বিজ্ঞান হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে যা মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর আচরণ সম্বন্ধে অনুধ্যান করে।"
- সি. টি. মরগান এবং আর. এ. কিং (১৯৭১) বলেন, "মনোবিজ্ঞান হলো মানুষ ও প্রাণীর আচরণ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান।"

মন্তব্য : বর্তমানে তৃতীয় পর্যায়ের সংজ্ঞাগুলো আংশিকভাবে গ্রহণীয়। মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় আচরণ- এ বিষয়টি সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু এ সংজ্ঞাগুলোতে মানসিক প্রক্রিয়ার কথা বলা হয়নি। আচরণকে পর্যবেক্ষণ করা যায়; কিন্তু মন বা আত্মাকে পর্যবেক্ষণ করা যায় না। এজন্য এখনও মনোবিজ্ঞানের প্রধান বিষয়বস্তু হিসেবে আচরণই বিবেচিত। উডওয়ার্থ এ প্রসঙ্গে একটি চমৎকার মন্তব্য করেন। তাঁর বক্তব্য হলো- "মনোবিজ্ঞান প্রথমে আত্মাকে এর বিষয়বস্তু হতে বাদ দিয়েছে, তারপর মনকে; এবং তারপর চেতনাকে বাদ দিয়েছে। বর্তমানে আচরণকে গ্রহণ করা হয়েছে।" তাঁর এ প্রত্যাশা বর্তমানে আংশিকভাবে পূর্ণ হয়েছে; কারণ আধুনিক মনোবিজ্ঞানীগণ মনে করেন আচরণের ন্যায় মানসিক প্রক্রিয়াও পর্যবেক্ষণযোগ্য।

চতুর্থ পর্যায়/গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা : আচরণ ও মানসিক প্রক্রিয়া

বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে অনেক মনোবিজ্ঞানী স্বীকার করেছেন যে মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হলো আচরণ ও মানসিক প্রক্রিয়া। যেমন :

- ক্রাইডার এবং তাঁর সহযোগীদের (১৯৮৩) মতে, "আচরণ ও মানসিক প্রক্রিয়ার বিজ্ঞানসম্মত অনুধ্যান হিসেবে মনোবিজ্ঞানকে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে।"
- মায়ার্সের (১৯৮৬) মতে, "মনোবিজ্ঞান আচরণ ও মানসিক প্রক্রিয়ার বিজ্ঞান।"
- বাসকিস্ট এবং জারবিং (১৯৯০) বলেন, "মনোবিজ্ঞান হলো প্রাণীর আচরণ এবং জ্ঞানীর প্রক্রিয়ার বিজ্ঞানসম্মত অনুধ্যান।"

শেষ পর্যায়ের সংজ্ঞাগুলোর প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, মনোবিজ্ঞান এমন একটি বিজ্ঞান যা মানুষ ও প্রাণীর আচরণ এবং মানসিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মতভাবে অনুধ্যান করে।

মন্তব্য : শেষ পর্যায়ের সংজ্ঞাগুলো নিম্নোক্ত কারণে সন্তোষজনক :

১. মনোবিজ্ঞান একটি বিজ্ঞান, এ বিষয়টি এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।
২. মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হলো আচরণ ও মানসিক প্রক্রিয়া। আচরণকে পর্যবেক্ষণ করা যায় এবং বিশেষ পরিস্থিতিতে আচরণের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করে মানসিক প্রক্রিয়া সম্পর্কেও অনুধ্যান করা সম্ভব।
৩. মনোবিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উপাত্ত সংগ্রহ করে এ কথা প্রমাণ হয়েছে।
৪. মনোবিজ্ঞান মানুষ ও প্রাণীর আচরণ ও মানসিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে অনুধ্যান করে।

১.২ : মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা (Definition of Psychology)

মনোবিজ্ঞানের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Psychology'। এ 'Psychology' শব্দটি দুটি গ্রিক শব্দ 'Psyche' (মন বা আত্মা) এবং 'Logos' (বিজ্ঞান) থেকে উৎপত্তি হয়েছে। সুতরাং শব্দার্থ অনুযায়ী মনোবিজ্ঞানকে মন বা আত্মা সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান বলা হয়। গ্রিক দার্শনিক প্লেটোর মতে, "মনোবিজ্ঞান আত্মা বা সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান।" (Psychology is the Science of Soul)।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে জার্মান মনোবিজ্ঞানী উইলহেল্ম উন্ড (Wilhelm Wund, 1832-1920) মনে করতেন, মনোবিজ্ঞান হলো চেতনার বিজ্ঞান। আমেরিকার মনোবিজ্ঞানী উইলিয়াম জেমস (William James, 1842-1920) জর্জ স্ট্যানলি হলো (George Stanly Hall, ১৮৪৪-১৯২৪) প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীরা মনোবিজ্ঞানকে ব্যক্তির আচরণ ও মানসিক ক্রিয়ার বিজ্ঞান হিসেবে অভিহিত করেন। ১৯১৩ সালে আচরণবাদের প্রবক্তা আমেরিকার মনোবিজ্ঞানী জে বি ওয়াটসন (John B. Watson, ১৮৭৮-১৯৫৮) 'Psychology as the behavioursit views it' নামে একটি পেপার প্রকাশ করেন। এতে তিনি দাবি করেন মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হলো মানুষ ও প্রাণীর আচরণ এবং এরূপ আচরণ অনুধ্যানের জন্য নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণ হলো গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি। সুতরাং আমরা দেখতে পাই যে, মনোবিজ্ঞানকে প্রথমে আত্মা বা মনের বিজ্ঞান, তারপর চেতনার বিজ্ঞান এবং সর্বশেষে আচরণের বিজ্ঞান হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।

অতি সাম্প্রতিককালের মনোবিজ্ঞানীগণ মনোবিজ্ঞানকে শুধু আচরণের বিজ্ঞান হিসেবেই চিহ্নিত করেনি বরং এর সাথে মানসিক প্রক্রিয়াকে (Mental processes) যুক্ত করেছেন। এ প্রসঙ্গে আমরা কয়েকটি সংজ্ঞা উল্লেখ করতে পারি। যেমন:

- ক্রাইডার এবং তাঁর সহযোগীদের (Andrew B.Crider, George R. Goethals, Robert D. Kavanaugh, Paul R. Solomon) মতে, "মনোবিজ্ঞানকে আচরণ ও মানসিক প্রক্রিয়ার বিজ্ঞানসম্মত অনুধ্যান হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে।" (Psychology can be defined as the scientific study of behaviour and mental processes.) – [Crider, A. B., Goethals, G. R., Kavanaugh, R. D., & Solomon, P. R. (1983). *Psychology*. Glenview, IL: Scott, Foresman. P-4]
- রডিজার এবং অন্যান্যরা (Henry L. Roediger. J. P. Rushton, E.D. Capaldi and S.G. Paris) বলেন, "আচরণ ও মানসিক জীবনের ধারাবাহিক অনুধ্যান হিসেবে মনোবিজ্ঞানকে সংজ্ঞায়িত করা যায়।" (Psychology may be defined as the systematic study of behaviour and mental life.) – [Roediger, H. L., Rushton, J. P., Capaldi, E. D., & Paris, S. G. (1984). *Psychology*. Little Brown & company. Boston. P-6]
- ফ্রাঙ্ক বি. ম্যাকমোহন এবং জুঁইডিথ ডব্লিউ. ম্যাকমোহন (Frank B. McMahon and Judith W. McMahon) বলেন, "মনোবিজ্ঞানকে মানুষ ও প্রাণীর আচরণের বিজ্ঞানসম্মত পর্যালোচনা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায়।" (Psychology is defined as the scientific study of human and animal behaviour and that of other organisms.) – [McMahon, F. B., & McMahon, J. W. (1986). *Psychology: The hybrid science*. Chicago: The Dorsey Press.P-4]
- উইলিয়াম বাসকিস্ট এবং ডেভিড ডব্লিউ. জারবিং (William Buskist & David W. Gerbing)-এর মতে, "মনোবিজ্ঞান হলো প্রাণীর আচরণ এবং জ্ঞানীর প্রক্রিয়ার বিজ্ঞানসম্মত অনুধ্যান।" (Psychology is the scientific study of the behaviour and cognitive processes of individual organism.) – [Buskist, W., & Gerbing, D. W. (1990). *Psychology*. Scott, Foresman/Little Brown Higher Education.P-2]
- ই. আর. হিলগার্ড ও তাঁর সহযোগীদের মতে, "মনোবিজ্ঞানকে আচরণ ও মানসিক প্রক্রিয়া অনুধ্যানের বিজ্ঞান হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়।" (Psychology is defined a sthe science that studies behaviour and mental processes.) –[Hilgard, E. R., Atkinson, R. C., & Atkinson, R. L. (1976). *Introduction to psychology* (6th ed.). New York: Harcourt Brace Jovanovich.P-26]
- রবার্ট এ. বেরন (২০০৪) বলেন, "আচরণ ও পরিজ্ঞানমূলক প্রক্রিয়ার বিজ্ঞান হিসেবে মনোবিজ্ঞানকে সবচেয়ে ভালোভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়।" (Psychology is best defined as the science of behaviour and cognitive processes.) –[Baron.R.A (2004). Psychology. Prentice Hall India.P-5]
- রবার্ট এস. ফেল্ডম্যান (২০০৪) বলেন, "মনোবিজ্ঞান : আচরণ ও মানসিক প্রক্রিয়ার বিজ্ঞানসম্মত অনুধ্যান।" (Psychology : The scientific study of behaviour and mental processes.) [Feldman, R. S. (2004). *Understanding psychology* (7th ed.). Boston: McGraw-Hill. P-4]
- এল. ডি. ফারনাল্ড এবং পি. এস. ফারনাল্ড (২০০৪) বলেন, "মনোবিজ্ঞানকে মানুষ এবং প্রাণীর আচরণ ও অভিজ্ঞতার বিজ্ঞানসম্মত অনুধ্যান হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়।" (Psychology is defined as the scientific

study of human and animal behaviour and experience.) –[Fernald, L. D., & Fernald, P. S. (2004). *Introduction to psychology*. Boston: McGraw-Hill.P-25]

গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা : মনোবিজ্ঞান এমন একটি বিজ্ঞান যা মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর আচরণ ও মানসিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মতভাবে অনুধ্যান করে। এ সংজ্ঞার মধ্যে চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে, যথা : আচরণ, মানসিক প্রক্রিয়া, প্রাণী ও বিজ্ঞান।

১. **আচরণ :** প্রাণীর ক্রিয়া-প্রক্রিয়াকে আচরণ বলা হয়। মনোবিজ্ঞানীগণ আচরণকে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা–নিরীক্ষার মাধ্যমে অনুধ্যান করে থাকেন। কথা বলা, খাদ্য গ্রহণ, খেলা করা ইত্যাদি সবই আচরণ। তাছাড়া শারীরিক পরিবর্তন, যেমন : রক্তচাপ, মস্তিষ্কের তরঙ্গ প্রভৃতি আচরণের মধ্যে পড়ে।

২. **মানসিক প্রক্রিয়া :** মানসিক প্রক্রিয়া হলো চিন্তন, স্মৃতি, আবেগ, প্রেষণা, স্বপ্ন, প্রত্যক্ষণ ইত্যাদি। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীগণ মানসিক প্রক্রিয়াকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে অনুধ্যান করতে সক্ষম হয়েছেন।

৩. **প্রাণী :** মনোবিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন পরীক্ষণ-কার্যে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীকে পরীক্ষণ-পাত্র হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন। এসব পরীক্ষণের মধ্যে এমন অনেক পরীক্ষণ আছে যেখানে পরীক্ষণ-পাত্রের দেহের অপূরণীয় ক্ষতি এবং মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে; সেসব ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানীগণ ইতর প্রাণীকে (যেমন : ইঁদুর, বেড়াল, কুকুর, বানর ইত্যাদি) পরীক্ষণ-পাত্র হিসেবে বেছে নিয়েছেন।

৪. **বিজ্ঞান :** বিজ্ঞান বলতে বুঝায় কোনো ঘটনা বা বস্তুর সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসামঞ্জস্য জ্ঞান। মনোবিজ্ঞান নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি প্রয়োগ করে আচরণের উপর উপাত্ত সংগ্রহ করে এবং উপাত্তের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে। সুনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয় বলে এরূপ জ্ঞান সুসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে থাকে।

১.৩ : মনোবিজ্ঞানের ভিত্তি (Roots of Psychology)

মনোবিজ্ঞান অনুধ্যানের মূল ভিত্তি হলো দর্শন (Philosophy) ও শারীরবিদ্যা (Physiology)।

১. **দর্শন (Philosophy) :** গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিস (Socrates, 470-399 B.C), এবং তাঁর অনুসারী প্লেটো (Plato) এবং এরিস্টটল (Aristotle)-এর সংগ্রাম এবং মানবপ্রকৃতি সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের সমাধানের বিষয়ে দর্শন আবর্তিত হয়েছে। এ প্রশ্নগুলো হলো : মানুষ কি জন্মগতভাবে ভালো বা মন্দ? (Are People inherently good or evil) মানুষ কি বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন বা বিবেকহীন? (Are people rational or irrational?) তারা কি বাস্তবকে সঠিকভাবে প্রত্যক্ষণ করতে পারে? (Can they perceive reality correctly?) চেতনা কী এবং এটি কীভাবে কাজ করে? (What is consciousness and how does it work?) লোকেরা কীভাবে চিন্তা, বিচার ও পরিকল্পনা করে? (How do people think, reason and plan?) তারা কীভাবে সৃষ্টি করে (How do they create?), মানুষ কি স্বাধীনভাবে পছন্দ করতে সক্ষম বা পরিবেশের সকল কর্ম কি শক্তি দ্বারা নির্ধারিত হয়? (Are humans capable of free choice, or is all action determined by forces in the environment?)

এসকল প্রশ্নসহ আরও অনেক প্রশ্ন আজও দার্শনিকদের কাছে বিতর্কের বিষয় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। এসব প্রশ্নের উত্তর দেবার বিষয়টি মানবপ্রকৃতি সম্পর্কিত ধারণার উপর অনেকটা নির্ভর করে। এসব ধারণা মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির (Perspective) মধ্যে লক্ষ করা যায়। মানুষ কীভাবে একে অপরকে সাহায্য করার মনোভাব নিয়ে আচরণ করে, তারা কতটুকু বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন এবং কতটুকু বিবেকহীন, তারা তাদের আচরণকে কতটুকু নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং ব্যক্তিরা তাদের পছন্দমতো স্বাধীনভাবে কতটুকু কাজ করতে পারে ইত্যাদি ধারণা নিয়ে মনোবিজ্ঞানীগণ অনুধ্যান করেন। একইসাথে অন্যান্য আচরণ ও ঘটনাবলিকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিশ্লেষণের মাধ্যমে মনোবিজ্ঞানীগণ মনোবিজ্ঞানকে সামনের দিকে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন।

২. **শারীরবিদ্যা (Physiology) :** দর্শনের ন্যায় শারীরবিদ্যা একটি পুরাতন বিষয়। গ্রিক চিকিৎসক হিপোক্রেটিস (Hippocrates 470-377 B.C) সক্রেটিসের সমসাময়িক ছিলেন। হিপোক্রেটিসকে মেডিসিনের জনক (father of medicine) বলা হয়। মানুষের শরীরের কার্যকলাপের উপর অত্যধিক গবেষণা করার কারণে তাঁকে প্রথম শরীরতত্ত্ববিজ্ঞানী (First Physiologist) হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বর্তমান সময়ের শারীর বিজ্ঞানীদের ন্যায়

হিপোক্রেটিস মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কার্যাবলি এবং জৈবিক প্রক্রিয়াসমূহ সম্পর্কে আগ্রহী ছিলেন। জৈব মনোবিজ্ঞানীদের ন্যায় তিনি ব্যক্তি ও মনের পারস্পরিক সম্পর্কের কথা বলেছেন। তিনি বহু পর্যবেক্ষণ থেকে মন্তব্য করেছিলেন যে, মানবদেহের সবচেয়ে শক্তিশালী অঙ্গ হলো মস্তিষ্ক এবং এ মস্তিষ্ক চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, হাত-পা সহ দেহের বিভিন্ন অঙ্গকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। তিনি মস্তিষ্ককে চেতনার ব্যাখ্যাদানকারী (interpreter of consciousness) হিসেবে দেখেছিলেন। গবেষকগণ ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত মানুষের শরীর সম্পর্কে সুশৃঙ্খলভাবে অনুধ্যানের তেমন কোনো কৌশল ও পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে পারেননি। হারমন ভর্ন হেলমহজ (Hermon Vorn Helmholtz ১৮২১-১৮৯৪) একজন শরীরতত্ত্ববিজ্ঞানী হিসেবে মনোবিজ্ঞানের সূচনাপর্বে খুবই প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। স্নায়ুবিজ্ঞানের অগ্রদূত হিসেবে হেলমহজ স্নায়ুতন্ত্রের উপর বিশেষ করে দর্শন, শ্রবণ এবং প্রত্যক্ষণের উপর বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তাঁর গবেষণাকর্ম মনোবিজ্ঞানকে দারুণভাবে আলোড়িত করেছে। মানুষ কীভাবে বাহ্যিক পৃথিবী থেকে তথ্য গ্রহণ করে, এমনি ধরনের নানা প্রশ্ন দার্শনিকদেরকে শতাব্দীর পর শতাব্দী পর্যন্ত ভাবিয়ে তুলেছিলেন, এসব প্রশ্নের সমাধান দিয়েছিলেন হেলমহজ। প্রাচীন মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকে, যেমন– উইলহেম উন্ড ও উইলিয়াম জেমস উভয়েই দার্শনিক ও শরীরতত্ত্ববিদ ছিলেন।

১.৪ : মনোবিজ্ঞানের লক্ষ্য (Goals of Psychology)

মনোবিজ্ঞান মানুষের মানসিক প্রক্রিয়া ও আচরণের গভীর এবং সুনির্দিষ্ট জ্ঞান অর্জনের বিজ্ঞান। এর লক্ষ্য ঠিক অন্যান্য বিজ্ঞানের মতোই। আরোও বেশি জ্ঞান অর্জন করা এবং এই অর্জিত জ্ঞানকে বিভিন্ন কাজে প্রয়োগ করা। মানুষের কৌতূহল, সত্য সন্ধানের আকাঙ্ক্ষা এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের ইচ্ছা থেকেই মনোবিজ্ঞানের যাত্রা শুরু হয়েছে। এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য মনোবিজ্ঞানীগণ চারটি মূল লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন, যা মনোবিজ্ঞানের প্রধান স্তম্ভ হিসেবে বিবেচিত। এই চারটি লক্ষ্য হলো:

চিত্র-১.২ : মনোবিজ্ঞানের লক্ষ্য।

১. **বর্ণনা করা (Describing) :** মনোবিজ্ঞানের প্রথম এবং অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হলো মানুষের আচরণ ও মানসিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে সঠিক বর্ণনা প্রদান করা। বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে মনোবিজ্ঞানীরা মানুষের চিন্তা, অনুভূতি, আবেগ এবং প্রতিক্রিয়ার সঠিক তথ্য সংগ্রহ করেন। মনোবিজ্ঞানে বর্ণনা মূলত দুই ধরনের হতে পারে–

   ক. **অবস্থানের বর্ণনা (Static Description):** এটি কোনো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোনো ঘটনা বা মানসিক অবস্থার বর্ণনা প্রদান করে। উদাহরণস্বরূপ, একটি শিশুর আচরণ পর্যবেক্ষণ করে বলা যায় যে, সে কতক্ষণ খেলে, কীভাবে কথা বলে, বা তার অভিব্যক্তি কেমন হয়।

   খ. **প্রক্রিয়ার বর্ণনা (Process Description):** এটি কোনো ঘটনা কীভাবে সংঘটিত হয় তা ব্যাখ্যা করে। যেমন- বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর বুদ্ধিমত্তার বৃদ্ধি কেমন হয় তা পর্যবেক্ষণ করা।

বস্তুনিষ্ঠ ও নির্ভুল তথ্য সংগ্রহ করার জন্য মনোবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করেন, যেমন- পর্যবেক্ষণ, সাক্ষাৎকার, পরীক্ষামূলক গবেষণা ইত্যাদি।

২. **ব্যাখ্যা করা (Explaining) :** শুধু বর্ণনা করাই যথেষ্ট নয়। মনোবিজ্ঞানের দ্বিতীয় লক্ষ্য হলো, মানুষের আচরণ ও মানসিক প্রক্রিয়া কেন ঘটে তা ব্যাখ্যা করা। ব্যাখ্যার মাধ্যমে কোনো বিশেষ ঘটনা বা আচরণের সম্ভাব্য কারণ খুঁজে বের করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, কেন কোনো ব্যক্তি বেশি উদ্বিগ্ন থাকে বা কেন শিশুরা নির্দিষ্ট বয়সে নির্দিষ্ট ধরনের আচরণ প্রদর্শন করে তা মনোবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন তত্ত্বের মাধ্যমে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেন। মনোবিজ্ঞানে ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য বিভিন্ন তত্ত্ব ব্যবহৃত হয়, যেমন:

– জ্ঞানীয় বিকাশ তত্ত্ব (Cognitive Development Theory), যা ব্যাখ্যা করে শিশুরা কীভাবে চিন্তাভাবনা গঠন করে।

– আচরণবাদী তত্ত্ব (Behaviorism), যা ব্যাখ্যা করে যে, শিখন ও পরিবেশ কীভাবে আচরণকে প্রভাবিত করে।

এছাড়া, বিজ্ঞানীরা কার্যকারণ সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে বুঝতে চেষ্টা করেন যে, কোনো নির্দিষ্ট ঘটনা কেন ঘটছে এবং তার পেছনের মনস্তাত্ত্বিক কারণ কী?

৩. **ভবিষ্যদ্বাণী করা (Predicting) :** বর্ণনা ও ব্যাখ্যার ওপর ভিত্তি করে ভবিষ্যদ্বাণী করা মনোবিজ্ঞানের তৃতীয় লক্ষ্য। যখন একটি তত্ত্ব নির্ভরযোগ্যভাবে কোনো আচরণের পূর্বাভাস দিতে পারে, তখন তা সফল বলে গণ্য হয়। এই ভবিষ্যদ্বাণী আচরণগত ও মানসিক প্রক্রিয়ার পূর্বানুমান করতে সাহায্য করে, যা ব্যক্তির সঠিক আচরণ নির্ধারণে সহায়ক। উদাহরণস্বরূপ, শিশুর জ্ঞানীয় বিকাশের তত্ত্ব বলে দেয় নির্দিষ্ট বয়সে শিশুরা কী ধরনের আচরণ করবে। এর মাধ্যমে মনোবিজ্ঞানীরা সহজেই ভবিষ্যতে ঘটতে পারে এমন ঘটনার পূর্বাভাস করতে পারেন, যা শিক্ষাক্ষেত্রে, পরামর্শ প্রদানে ও নীতিনির্ধারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

৪. **আচরণ ও মানসিক প্রক্রিয়ার পরিবর্তন করা (Modifying behavior and mental processes) :** মনোবিজ্ঞানের মাধ্যমে মানুষের জীবনমান উন্নত করা। এই লক্ষ্য মানবকল্যাণের জন্য মনোবিজ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগের পথ প্রশস্ত করে। এই লক্ষ্যের অধীনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন- ক্লিনিক্যাল মনোবিজ্ঞানে মানসিক রোগের নিরাময়ে বিভিন্ন পরামর্শমূলক ও থেরাপিউটিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, শিল্প-সাংগঠনিক মনোবিজ্ঞান কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর কাজ করে। শিক্ষা মনোবিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের শিক্ষণ দক্ষতা বৃদ্ধি ও কার্যকর শিক্ষানীতি তৈরি করার জন্য কাজ করেন। এছাড়াও, মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান কাউন্সেলিং সেন্টার, শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র, মানসিক স্বাস্থ্যসেবা, প্রশিক্ষণ ও মানব সম্পদ উন্নয়নে ব্যবহৃত হচ্ছে।

মনোবিজ্ঞান এই চারটি লক্ষ্যকে উপজীব্য করে মানুষের আচরণ এবং মানসিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান অন্বেষণের জন্য গবেষণা পরিচালনা করে থাকে। মানুষ হচ্ছে বহুমুখী ক্ষমতার অধিকারী এবং তাদের আচরণ বৈচিত্র্যময়। সেজন্য তার আচরণ বুঝার জন্য পরীক্ষাগারে বা পরীক্ষাগারের বাহিরেও (জরিপ পদ্ধতি, প্রশ্নমালা ও সাক্ষাৎকার পদ্ধতির মাধ্যমে) গবেষণা করা হয়। গবেষণাই হলো বস্তুনিষ্ঠ পদ্ধতি যা নির্ভরযোগ্য ও যথার্থ তথ্য প্রদান করে; আচরণ সম্পর্কিত সঠিক তথ্য উদঘাটনের জন্য গবেষণার বিকল্প নেই।

১.৫ : মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু
(Subject-matter of Psychology)

মনোবিজ্ঞানের প্রধান আলোচ্য বিষয় হলো মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর আচরণ এবং মানসিক প্রক্রিয়া।

১. **আচরণ (Behaviour) :** আচরণ শব্দটির অর্থ মনোবিজ্ঞানে খুবই ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। আচরণ বলতে প্রাণীর সেই সকল কার্যাবলিকে বোঝায় যা গবেষক বা কোনো ব্যক্তি পর্যবেক্ষণ করতে পারে, লিপিবদ্ধ করতে পারে এবং গবেষণাগারে পরিমাপ করতে পারে। ক্রাইডার এবং অন্যান্যরা বলেন, "আচরণ হলো যে কোনো কার্যকলাপ যাকে পর্যবেক্ষণ করা যায়, লিপিবদ্ধ এবং পরিমাপ করা যায়। জীবন্ত প্রাণীরা বা জীব-জন্তুরা একটি নির্দিষ্ট পরিসরে যে গতিপ্রকৃতি করে তা সবাই আচরণের অন্তর্ভুক্ত।" (Behaviour is nay activity that can be observed recorded and

measured. This includes, first, what living beings or organisms do—that is, their movements in space.)
–[Crider, A. B., Goethals, G. R., Kavanaugh, R. D., & Solomon, P. R. (1983). *Psychology*. Glenview, IL: Scott, Foresman.P-05]

মনোবিজ্ঞানীগণ আচরণকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করে থাকেন। নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হলো :

- **বাহ্যিক আচরণ ও অভ্যন্তরীণ আচরণ (Overt and covert behaviour) :** মনোবিজ্ঞানীগণ শুধু বাহ্যিক আচরণ নিয়েই আলোচনা করেন না, বরং অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া সম্বন্ধেও আলোচনা করে থাকেন। বাহ্যিক আচরণ বলতে সেইসব আচরণকে বোঝায় যা বাইরে থেকে পর্যবেক্ষণ করা যায়। যেমন : কথা বলা, গান গাওয়া, খেলা করা ইত্যাদি। এ বাহ্যিক আচরণের মধ্য দিয়ে মনোবিজ্ঞানের গবেষণা শুরু হয় এবং এর ওপর নির্ভর করে মনোবিজ্ঞানীগণ ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া সম্বন্ধে ধারণা লাভ করেন। অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াসমূহ হলো শিক্ষণ, স্মৃতি, প্রেষণা, আবেগ, প্রত্যক্ষণ, অনুভূতি, চিন্তন ইত্যাদি। এসব প্রক্রিয়াসমূহকে প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায় না। এজন্য মনোবিজ্ঞানীগণ পরীক্ষণ পদ্ধতি ও নিরীক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করে অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান লাভ করেন। তাছাড়া, বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেও অভ্যন্তরীণ আচরণকে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব। যেমন- হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ও রক্তচাপ পর্যবেক্ষণ করার জন্য পলিগ্রাফ যন্ত্র ব্যবহার করা হয় এবং মস্তিষ্কের বিদ্যুৎ কার্য পর্যবেক্ষণের জন্য ইলেকট্রো এনসেফেলোগ্রাফ (EEG) ব্যবহার করা হয়।
- **আণবিক আচরণ ও সামগ্রিক আচরণ (Molecular and molar behaviour) :** আচরণকে আবার আণবিক আচরণ ও সামগ্রিক আচরণ এ দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। আণবিক আচরণ হলো খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন আচরণ। অর্থাৎ আণবিক আচরণকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিশ্লেষণ করা হয়। পেশি সঞ্চালন, চক্ষুর পলক ফেলা, ইত্যাদিকে আণবিক আচরণ বলা হয়। সামগ্রিক আচরণ বলতে অর্থপূর্ণ আচরণ বা পরিপূর্ণ আচরণকে বোঝায়। যেমন- একজন খেলোয়াড় যখন মাঠে খেলা করে, তখন খেলার মাঠে তার সমগ্র আচরণকে সামগ্রিক আচরণ বলা যাবে। অন্যদিকে, খেলোয়াড়ের মাংসপেশি সঞ্চালনকে আচরণের একটি সূক্ষ্মতম অংশ হিসেবে ধরা হয়। আচরণের এসব সূক্ষ্মতম অংশকে আণবিক আচরণ বলে।
- **ঐচ্ছিক আচরণ ও অনৈচ্ছিক আচরণ (Voluntary and involuntary behaviour) :** যেসব আচরণ সৃষ্টির পেছনে ব্যক্তির ইচ্ছা কাজ করে থাকে তাকে ঐচ্ছিক আচরণ বলে। এসব আচরণ সৃষ্টির ব্যাপারে ব্যক্তি সচেতনভাবে কাজ করে থাকে। যেমন– কথা বলা, খাদ্য গ্রহণ, খেলাধুলা করা ইত্যাদি। এরূপ আচরণের দুটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে : প্রথমত যে উদ্দীপক দ্বারা আচরণ সংঘটিত হয়, সেই উদ্দীপকটি বাধ্যতামূলকভাবে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। দ্বিতীয়ত আচরণের উদ্দেশ্য আগে থেকেই কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে বা মস্তিষ্কে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। অন্যদিকে, যেসব আচরণ সংঘটিত হওয়ার পেছনে ব্যক্তির কোনো প্রকারের ইচ্ছাশক্তি কাজ করে না তাকে অনৈচ্ছিক আচরণ বলা হয়। প্রতিবর্তী ক্রিয়া এবং সহজাত প্রবৃত্তি অনৈচ্ছিক আচরণের পর্যায়ভুক্ত। আগুনে হাত লাগা মাত্রই হাত সরে আসে, এরূপ ক্রিয়াকে অনৈচ্ছিক ক্রিয়া বলে।

২. **মানসিক প্রক্রিয়া (Mental processes) :** ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, মানসিক প্রক্রিয়াসমূহ হলো চিন্তন, স্মৃতি, প্রত্যক্ষণ, আবেগ, প্রেষণা, স্বপ্ন ইত্যাদি। এসব প্রক্রিয়াকে সরাসরি পর্যবেক্ষণ করা, রেকর্ড করা এবং পরিমাপ করা খুবই অসুবিধাজনক। এ কারণে কোনো এক সময় কিছু সংখ্যক মনোবিজ্ঞানী মানসিক প্রক্রিয়াকে মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু থেকে বাদ দিয়েছিলেন। আর এ জন্য তখন থেকে মনোবিজ্ঞানীগণ মানসিক প্রক্রিয়ার উপর গবেষণা করার জন্য বহু পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। অতি সাম্প্রতিক কালের মনোবিজ্ঞানীগণ অনুভব করেন যে, বিশেষ পরিস্থিতিতে আচরণের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করে মানসিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে অনুধ্যান করা সম্ভব, অর্থাৎ আচরণের মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিলে মানসিক প্রক্রিয়ার মধ্যেও পরিবর্তন সংঘটিত হবে। যেমন- একজন ব্যক্তির মস্তিষ্কের বৈদ্যুতিক তরঙ্গের পরিমাপ থেকে মনোবিজ্ঞানী ঐ ব্যক্তির সচেতনের মাত্রা সম্পর্কে জানতে পারেন। একইভাবে রক্তচাপ ও প্রস্বেদনের পরিমাণ থেকে মনোবিজ্ঞানী ব্যক্তির মানসিক চাপ (Stress) সম্পর্কে জানতে পারেন। সুতরাং মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুতে আচরণের ন্যায় মানসিক প্রক্রিয়াও স্থান লাভ করেছে।

মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুকে নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করা যায় :

১. **গবেষণা পদ্ধতি :** মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর আচরণ ও মানসিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে অনুধ্যান করার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞান বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করে থাকে। যেমন- অন্তর্দর্শন, পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ, পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতি, চিকিৎসামূলক পদ্ধতি, জরিপ পদ্ধতি ইত্যাদি। আচরণ ও মানসিক প্রক্রিয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে অনুধ্যানের জন্য যেসব পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় সেগুলোর বিস্তারিত বিষয়ও মনোবিজ্ঞানের আলোচনার অংশ।

২. **স্নায়ুতন্ত্র :** আমাদের আচরণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে জৈবিক ঘটনাসমূহের প্রভাব অপরিসীম। স্নায়ুতন্ত্রের আলোচনার মাধ্যমে আমরা জৈবিক ঘটনা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারি।

৩. **প্রেষণা :** ব্যক্তি বা প্রাণী তার প্রেষণা পূরণের জন্য কর্মে উদ্যোগী হয় এবং নির্বাচিত আচরণ করে। প্রাণী ও মানুষের জীবনে বিভিন্ন ধরনের প্রেষণার উদ্ভব হয়ে থাকে। এসব প্রেষণা মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।

৪. **আবেগ :** আবেগ মনোবিজ্ঞানের একটি অন্যতম বিষয়বস্তু। আবেগের ক্রমবিকাশ, আবেগকালীন ব্যক্তির দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তন মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়।

৫. **শিক্ষণ :** শিক্ষণের মাধ্যমে ব্যক্তি বিভিন্ন কলাকৌশল আয়ত্ত করে নতুন পরিবেশে দ্রুত এবং সঠিক প্রতিক্রিয়া করতে সক্ষম হয়। আর এ জন্য শিক্ষণ সম্পর্কিত মতবাদ, শ্রেণিবিভাগ, শিক্ষণের নীতিসমূহ মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত।

৬. **স্মৃতি-বিস্মৃতি :** স্মৃতি ও বিস্মৃতি মনোবিজ্ঞানে বিশেষভাবে আলোচিত হয়ে থাকে। কীভাবে শিক্ষণীয় বিষয় বস্তুকে স্মৃতি ভাণ্ডারে দীর্ঘদিন পর্যন্ত ধরে রাখা যায় এবং শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুকে কেন আমরা ভুলে যাই। স্মৃতি-বিস্মৃতি আলোচনার মাধ্যমে এসব প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়।

৭. **প্রত্যক্ষণ :** কীভাবে আমরা অসংগঠিত বিষয়কে সংগঠিত করে প্রত্যক্ষণ করি তা প্রত্যক্ষণ আলোচনা থেকে জানা যায়। আর এ জন্য প্রত্যক্ষণের সংগঠন, প্রতীক–পটভূমি সম্পর্ক, গভীরতা প্রত্যক্ষণ, অলীক প্রত্যক্ষণ, ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

৮. **বুদ্ধি :** বুদ্ধি সম্পর্কিত আলোচনা মনোবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মনোবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন ধরনের বুদ্ধি অভীক্ষা প্রণয়ন করে মানুষের বুদ্ধির পরিমাণ নির্ণয় করে থাকেন।

৯. **হতাশা ও দ্বন্দ্ব :** হতাশাগ্রস্ত ব্যক্তির হতাশার কারণ উদ্‌ঘাটন করা এবং হতাশা ও দ্বন্দ্বের কুফল কী তা মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত।

১০. **অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি :** অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি নিঃসৃত হরমোনের আধিক্য ও স্বল্পতা ব্যক্তির আচরণের ওপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে তা মনোবিজ্ঞান আলোচনা করে থাকে।

১১. **ব্যক্তিত্ব :** ব্যক্তিত্ব মনোবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ব্যক্তিত্বের স্বরূপ, উপাদান, প্রকারভেদ এবং ব্যক্তিত্বের পরিমাপ পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে এ বিজ্ঞান আলোচনা করে থাকে।

১২. **সামাজিক আচরণ :** সামাজিক পরিবেশে ব্যক্তি কী ধরনের আচরণ করে তা মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। শিশুর সামাজিকীকরণ, সামাজিক রীতিনীতি, মূল্যবোধ, মনোভাব, জনমত, প্রচারণা প্রভৃতি সামাজিক দিকসমূহও আলোচিত হয়।

১৩. **শিল্পক্ষেত্রে আচরণ :** শিল্প কারখানার যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর বাজারজাতকরণ, কর্মচারী নির্বাচন, শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে মানুষ যেসব আচরণ করে মনোবিজ্ঞান তা আলোচনা করে থাকে।

১৪. **শিশুর আচরণ :** শিশুর বয়স বৃদ্ধির ফলে তার দৈহিক ও মানসিক বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে ঘটিত আচরণসমূহ মনোবিজ্ঞান আলোচনা করে থাকে।

১৫. **শিক্ষাক্ষেত্রে আচরণ :** শিক্ষাদানের বিভিন্ন পদ্ধতি, পরীক্ষাপদ্ধতি, শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক, ছাত্রদের যুগোপযোগী পাঠ্যসূচি প্রণয়ন প্রভৃতির আলোকে যেসব আচরণ ও মানসিক প্রক্রিয়া ঘটে তাও মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়।

১৬. **উপদেশনা ও নির্দেশনা :** মানসিক অস্থিরতা, বৃত্তি নির্বাচন, পারিবারিক সমস্যা, হতাশা ও দ্বন্দ্ব প্রভৃতি আচরণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে উপদেশনা ও নির্দেশনা দিয়ে স্বাভাবিক আচরণ ও মানসিক প্রক্রিয়া করতে মনোবিজ্ঞানীগণ ব্যক্তিকে সাহায্য করেন। তাই উপদেশনা ও নির্দেশনা মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়।

১৭. চিকিৎসার ক্ষেত্রে : চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানের উন্নয়নের ফলে মানসিক রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসার কাজ সহজতর হয়েছে। তাই মানসিক রোগ, মানসিক রোগের প্রকারভেদ ও চিকিৎসা প্রণালি মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়।

১৮. প্রাণীর আচরণ : মানুষের আচরণ ও মানসিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞান আবিষ্কারের জন্য মনোবিজ্ঞানীরা প্রাণীর আচরণও বিশ্লেষণ করেন। এক্ষেত্রে তাঁরা বিবর্তনবাদী দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে থাকেন।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, ব্যক্তি মানুষের জীবনের প্রত্যেক স্তরের আচরণ ও মানসিক প্রক্রিয়ার সামগ্রিক রূপই মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর অন্তর্গত। মনোবিজ্ঞানীরা তাই আচরণ ও আচরণকে প্রভাবিত করে এ রকম সামাজিক রীতিনীতি, প্রথা, পূর্বসংস্কার প্রভৃতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন।

১.৬ : মনোবিজ্ঞানের পরিসর
(Scope of Psychology)

মনোবিজ্ঞান এমন একটি বিজ্ঞান যা মানুষের আচরণ ও মানসিক প্রক্রিয়াকে গবেষণাভিত্তিক ও পদ্ধতিগতভাবে বিশ্লেষণ করে। এটি মানুষ কীভাবে চিন্তা করে, শেখে, অনুভব করে এবং প্রতিক্রিয়া করে বা আচরণ করে— এসব বিষয়ে আলোকপাত করে। মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগ ক্ষেত্র কেবল পরীক্ষাগারে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি বিস্তৃত হয়েছে পরিবার, সমাজ, শিক্ষা, চিকিৎসা, শিল্প, বিচারব্যবস্থা এবং ক্রীড়াজগতসহ মানুষের প্রতিটি কর্মজগতে।

ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হলো প্রাণীর আচরণ। আচরণ শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক। মনোবিজ্ঞানীরা আচরণকে বিভিন্নভাবে জানার চেষ্টা করেন। এর ফলে মনোবিজ্ঞানের কর্মপরিধি বা আলোচনার ক্ষেত্র বেড়ে গেছে। মনোবিজ্ঞানের আলোচনার ক্ষেত্রগুলো হলো শিশু বিষয়ক মনোবিজ্ঞান, সমাজ মনোবিজ্ঞান, শারীরবৃত্তীয় মনোবিজ্ঞান, শিল্প মনোবিজ্ঞান, শিক্ষা মনোবিজ্ঞান, চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান, পরীক্ষণ মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি। শিশু মনোবিজ্ঞান শিশুর বর্ধন বিকাশ ও আচরণের ক্রমবিকাশ নিয়ে আলোচনা করে। শিশুর বয়োবৃদ্ধি ও শারীরিক পরিবর্তনের ফলে তার আচরণের মধ্যে যে পরিবর্তন সৃষ্টি হয়, তা মনোবিজ্ঞানী পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে থাকেন। সমাজ মনোবিজ্ঞান ব্যক্তির সামাজিকীকরণ, সামাজিক রীতিনীতি, মূল্যবোধ, মনোভাব, জনমত প্রভৃতি সামাজিক আচরণ সম্বন্ধে আলোচনা করে থাকে। শারীরবৃত্তীয় মনোবিজ্ঞান, স্নায়ুতন্ত্র, কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের গঠন ও কার্যাবলি নিয়ে আলোচনা করে। অর্থাৎ, শারীরবৃত্তীয় মনোবিজ্ঞানের বিকাশের ফলে মনোবিজ্ঞানের কর্মপরিধি আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। শিল্প মনোবিজ্ঞান শিল্পের যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, উৎপন্ন দ্রব্য, কর্মবিশ্লেষণ, শ্রমিক-মালিকের আচরণ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে। শিক্ষা মনোবিজ্ঞান শিক্ষণের নানাবিধ দিক দিয়ে আলোচনা করে থাকে। যেমন- পরীক্ষার পদ্ধতি, পাঠদান পদ্ধতি, শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক ইত্যাদি। চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানের উন্নয়নের ফলে মানসিক রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা সংক্রান্ত কাজ আরো সহজতর হয়েছে। তাছাড়া, পরীক্ষণ মনোবিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে বিজ্ঞানী পরীক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োগ করে আচরণ সম্পর্কে সঠিক তথ্য পেতে সক্ষম হয়েছেন।

উল্লিখিত ক্ষেত্রসমূহ ছাড়াও মনোবিজ্ঞানের কর্মপরিধি অপরাধ প্রবণতা, রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয়, সামরিক ও বেসামরিক প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিস্তৃত হয়েছে। সুতরাং মনোবিজ্ঞানের আলোচনার ক্ষেত্র অত্যন্ত ব্যাপক। এজন্য অনেকে বলেন, যেখানে মানুষ আছে সেখানে মনোবিজ্ঞানের কর্মপরিধি আছে।

১.৭ : বিজ্ঞান ও জৈব-সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে মনোবিজ্ঞানের স্থান
(The status of Psychology as a Science and Bio-social science)

মনোবিজ্ঞান কি বিজ্ঞান না জৈব-সামাজিক বিজ্ঞান না উভয়ই? এসব প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, মনোবিজ্ঞান একটি বিজ্ঞান। এ বিজ্ঞানকে জীব বিজ্ঞানের একটি শাখা হিসেবেও গণ্য করা হয়েছে। আবার মনোবিজ্ঞানীরা মানুষের আচরণের ওপর সামাজিক প্রভাবগুলো পর্যবেক্ষণ করেন বলে মনোবিজ্ঞানকে সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবেও গণ্য করা হয়েছে।

১.৭.১ : বিজ্ঞান হিসেবে মনোবিজ্ঞান (Psychology as a Science)

বিজ্ঞান : বিজ্ঞান হলো ঘটনা বা বস্তুর সুনিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা-নিরীক্ষালব্ধ জ্ঞান। বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হবে পর্যবেক্ষণসাপেক্ষ এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে উক্তি হবে প্রমাণযোগ্য। যেসব উক্তি গবেষণার ফলাফল দ্বারা সমর্থিত হয় না তা বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হতে পারে না। মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু আচরণ যা অবশ্যই বিজ্ঞানের আওতাভুক্ত। মনোবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন যন্ত্রের সাহায্যে প্রাণীর আচরণকে পর্যবেক্ষণ করেন। এই প্রসঙ্গে—

- সি.টি. মরগান ও তাঁর সহযোগীরা (১৯৮৬) বলেন, "বিজ্ঞান হলো একটি সুসংঘবদ্ধ জ্ঞান যা নিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সংগৃহীত হয় এবং ঘটনাসমূহের পরিমাপ করে।" (A science is a body of systematized knowledge that is gathered by carefully observing and measuring events.) – [Source : Morgan, C. T., King, R. A., Weisz, J. R., & Schopler, J. (1986). *Introduction to psychology* (6th ed.). New York,: McGraw-Hill. P-4]
- ক্রাইডার ও তাঁর সহযোগীদের (১৯৮৩) মতে, "বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হলো সমস্যা চিহ্নিতকরণ, উপাত্তসংগ্রহকরণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং এই সব সিদ্ধান্তের নির্ভুলতা যাচাইয়ের একটি প্রক্রিয়া।" (The scientifc method is a system of procedures for indentifying a problem, gathering data, drawing conclusions and testing the accuracy of these conclusions.) –[Source : Crider, A. B., Goethals, G. R., Kavanaugh, R. D., & Solomon, P. R. (1983). *Psychology*. Glenview, IL: Scott, Foresman.P-08]

তাছাড়া, মনোবিজ্ঞানীরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে (Scientific method) আচরণ ও মানসিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করেন এবং সংগৃহীত তথ্যের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেন। তথ্যের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের কাজটি নিম্নে একটি ডায়াগ্রামের সাহায্যে দেখানো হলো :

কোনো বিষয় বিজ্ঞান কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য আমাদেরকে সেই বিষয়টি পাঁচটি মানদণ্ডের আলোকে মূল্যায়ন করতে হবে। যথা-

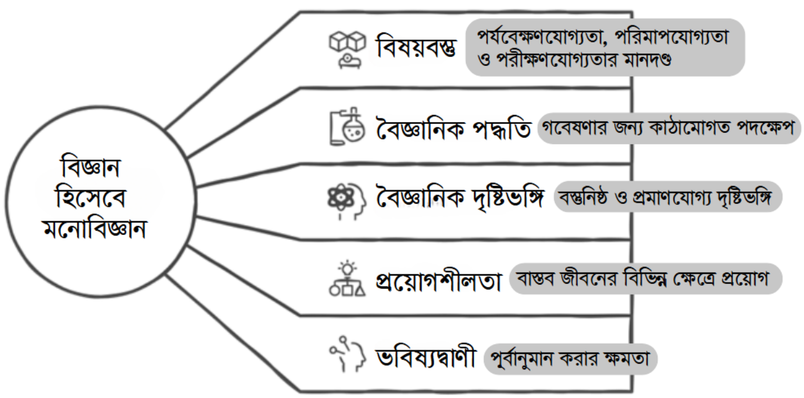

চিত্র-১.২ : বিজ্ঞান হিসেবে মনোবিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য।

১. **বিষয়বস্তু :** বিজ্ঞানের কতগুলো স্বীকার্য রয়েছে। সেই স্বীকার্য অনুসারে বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর কতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যথা-

   ১. বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু পর্যবেক্ষণযোগ্য হতে হবে,
   ২. বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু বস্তুনিষ্ঠ হতে হবে,
   ৩. বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু প্রমাণযোগ্য হতে হবে, এবং
   ৪. বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু পরিমাপযোগ্য হতে হবে।

   মনোবিজ্ঞানের প্রধান বিষয়বস্তু হলো মানব আচরণ, যা উপরিউক্ত বৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্যগুলোর সবই পূরণ করে। মানুষের আচরণ পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপ করা যায়, এটি বস্তুনিষ্ঠভাবে বিশ্লেষণযোগ্য এবং প্রমাণযোগ্যও। ফলে, বিষয়বস্তুর দিক থেকে মনোবিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক মানদণ্ডের সাথে সংগতিপূর্ণ। তাই, মনোবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া যায়।

২. **বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি :** কোনো বিষয়কে বিজ্ঞান হিসেবে স্বীকৃতির জন্য শুধু বিষয়বস্তু বিজ্ঞানসম্মত হলেই যথেষ্ট নয়। বরং তা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির নিয়ম অনুসরণের মাধ্যমে গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কতগুলো মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

১. কার্যকরী সংজ্ঞা (Operational Definition)
২. ব্যক্তি-নিরপেক্ষতা (Objectivity)
৩. নিয়ন্ত্রণ (Control)
৪. পুনরাবৃত্তি (Repitition)
৫. সাধারণীকরণ (Generalization)
৬. যথার্থতা প্রমাণ (Verification)
৭. পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণ (Statistical Analysis)
৮. মানকের ব্যবহার (Use of Scales)

এখন, মনোবিজ্ঞানের গবেষণায় উপরের এই নীতিগুলি অনুসরণ করা হয় কি না, তা বিশ্লেষণ করা যাক।

ক. প্রায়োগিক সংজ্ঞা (Operational definition) : প্রায়োগিক সংজ্ঞা বিজ্ঞানের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রায়োগিক সংজ্ঞা বলতে বোঝায় কোনো বিষয়বস্তু বা ঘটনার মধ্যে যেসব শব্দ থাকবে তার সংজ্ঞা বিজ্ঞানী এমনভাবে দিবেন যাতে সেগুলোকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় ও পর্যবেক্ষণযোগ্য হয়। মনোবিজ্ঞানীরা গবেষণা পরিচালনার সময় বিষয়বস্তুকে স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে বর্ণনা করে থাকেন।

খ. ব্যক্তিনিরপেক্ষতা (Objectivity) : ব্যক্তিনিরপেক্ষতা বিজ্ঞানের একটি বৈশিষ্ট্য। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হলো আচরণ, যার ব্যক্তিনিরপেক্ষতা রয়েছে। কারণ সব গবেষকই প্রাণীর আচরণকে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন।

গ. নিয়ন্ত্রণ (Control) : বিজ্ঞানসম্মত পর্যবেক্ষণ হবে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসামঞ্জস্যপূর্ণ। মনোবিজ্ঞানীগণ পরীক্ষণ পদ্ধতিতে প্রাণীর আচরণ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে থাকেন এবং এই পদ্ধতির পরীক্ষণের ওপর গবেষকের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকে।

ঘ. দৈবচয়ন (Randomization) : বৈজ্ঞানিক/পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে গবেষণায় নকশা, পরিকল্পনা, পরীক্ষা নির্বাচন ইত্যাদি ক্ষেত্রে দৈবচয়নের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ফলে এই পদ্ধতিতে প্রাপ্ত ফলাফলের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা বেশি থাকে; পাশাপাশি ভ্রান্তির সম্ভাবনা কম থাকে।

ঙ. পুনরাবৃত্তি (Repetition) : বিজ্ঞানের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো পুনরাবৃত্তি। একই বিষয়ের ওপর বারবার গবেষণা পরিচালনা করাকে পুনরাবৃত্তি বলে। মনোবিজ্ঞানের গবেষণায় পুনরাবৃত্তি সম্ভব। কারণ মনোবিজ্ঞানীগণ তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে পরীক্ষণ পদ্ধতিকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেন এবং এই পদ্ধতির পরীক্ষণের পুনরাবৃত্তি সম্ভব।

চ. সাধারণীকরণ (Generalization) : অল্প সংখ্যক ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে একটি সাধারণ সূত্র প্রতিষ্ঠা করাকে সাধারণীকরণ বলে। মনোবিজ্ঞানের গবেষণায় বিজ্ঞানী মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর একটি প্রতিনিধিত্বমূলক দলের ওপর গবেষণা করে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে একটি সাধারণ সূত্র প্রণয়ন করেন।

ছ. যথার্থতা প্রমাণ (Verification) : যথার্থতা প্রমাণ বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। কোনো ঘটনার উপর বারবার গবেষণা পরিচালনা করে একই রকম ফলাফল পাওয়া গেলে তাকে যথার্থতা প্রমাণ বলা হয়। মনোবিজ্ঞানেও কোনো একটি ঘটনার উপর বিভিন্ন গবেষক বারবার গবেষণা করে একই রকম ফলাফল পেয়ে থাকেন।

জ. পরিমাপ (Measurement) : বিজ্ঞানসম্মত গবেষণায় পরিমাপকের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কোনো বিশেষ নিয়মানুসারে বস্তু বা ঘটনাকে সংখ্যার সাহায্যে চিহ্নিত করার প্রক্রিয়াকে পরিমাপ বলে। সংখ্যার মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন বিষয় বা ঘটনাকে চিহ্নিত করতে পারি। যেমন বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব, বয়স, উচ্চতা ইত্যাদি বিষয়কে সংখ্যার সাহায্যে পরিমাপ করা যায়। মনোবিজ্ঞানীগণ সংগৃহীত তথ্যকে সংখ্যায় প্রকাশ করে বিশ্লেষণ করতে পারেন।

ঝ. মানকের ব্যবহার (Uses of scale) : বিজ্ঞান তার বিষয়বস্তুকে পরিমাপ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের মাদক, পদ্ধতি, কৌশল, সূত্র ব্যবহার করে থাকেন। ঠিক তেমনি মনোবিজ্ঞানও বিভিন্ন ধরনের Questionnaire (প্রশ্নমালা), Scale (মানক), Test বা অভীক্ষা (যেমন : TAT, DAT, EPPS), Memory Drum ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে মানুষ ও প্রাণীর আচরণ ও মানসিক প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করে থাকেন।

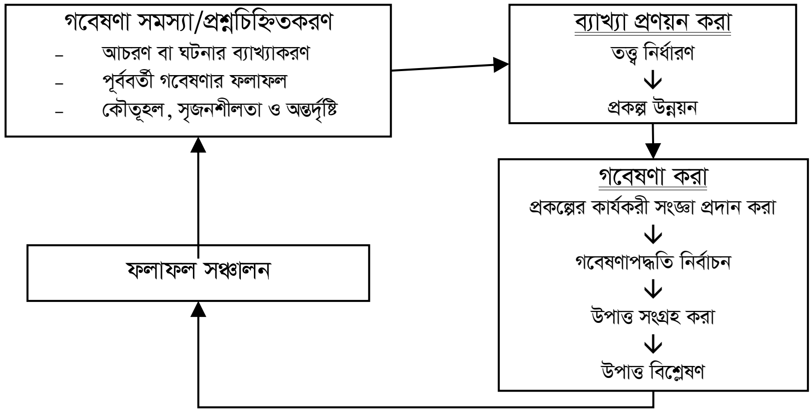

চিত্র ১. ৩ : মনোবিজ্ঞানী, গবেষক এবং অন্যান্য শাখায় বিজ্ঞানীগণ পৃথিবীকে বোঝার জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ এবং তথ্যের ব্যাখ্যা করেন। [উৎস : Feldman, R. S. (2004), P-31]

৩. **বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি (Scientific Outlook) :** বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি বলতে বোঝায় নতুন নতুন বিষয়কে গ্রহণ করার প্রবণতা। পুরাতন জ্ঞানকে সর্বশেষ জ্ঞান বলে মনে করাকে বিজ্ঞান পছন্দ করে না। বিজ্ঞান সর্বদা প্রগতিশীল, উন্নয়নমুখী এবং সম্পূর্ণভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপর নির্ভরশীল। তথ্যের এবং তত্ত্বের পরিবর্তনের সাথে সাথে কোনো ঘটনাকে গ্রহণ করার দৃষ্টিভঙ্গি বিজ্ঞানীর থাকতে হবে। মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যেও এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ, প্রাণী ও মানুষের আচরণ সম্পর্কিত কোনো বিষয়ের ওপর বারবার পরীক্ষণ চালিয়ে মনোবিজ্ঞানী যে ফলাফল পান সে ফলাফলকে তিনি গ্রহণ করে থাকেন।

৪. **ভবিষ্যদ্বাণী বা পূর্বানুমান :** বিজ্ঞানের একটি অন্যতম নীতি হলো যে কোনো ফলাফলের উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যদ্বাণী করা বা ফলাফলের সাধারণীকরণ করা। মনোবিজ্ঞান সব সময় মানুষ ও প্রাণীর উপর গবেষণা করে প্রাপ্ত ফলাফলকে একই জাতীয় ব্যক্তি, বস্তু বা ঘটনার উপর সাধারণীকরণ করে বা ভবিষ্যদ্বাণী করে।

৫. **প্রয়োগশীলতা (Applicability) :** প্রয়োগশীলতা বিজ্ঞানের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বিজ্ঞানের জ্ঞান এমন হবে যাতে বাস্তবে ব্যবহার বা প্রয়োগ করা যায়। বিজ্ঞানের মৌলিক ধারণাগুলোকে বিজ্ঞানী ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে থাকেন। মনোবিজ্ঞানের জ্ঞানকেও জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব। মনোবিজ্ঞানের গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য, মনোবিজ্ঞানীদের প্রদত্ত মতবাদ ও সূত্রের বহুমুখী ব্যবহার আজ সমগ্র বিশ্বে লক্ষ করা যায়। শিক্ষা, সাহিত্য, বীমা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা, শিল্প, ব্যক্তিজীবন, সামাজিক জীবন এমনকি প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও মনোবিজ্ঞানের জ্ঞানকে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব।

আধুনিক মনোবিজ্ঞান একটি বহুল পরীক্ষিত ও গবেষণাসমৃদ্ধ বিজ্ঞান। মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর আচরণ সম্পর্কে অনুধ্যান করতে গিয়ে মনোবিজ্ঞান পরীক্ষণ ও নিরীক্ষণ পদ্ধতিকে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করে থাকে। এক কথায়, মনোবিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির রীতিনীতি অনুসরণ করে। তথ্য ও তত্ত্বের পরিবর্তনের সাথে সাথে কোনো বিষয়বস্তুকে গ্রহণ করার দৃষ্টিভঙ্গি এ বিজ্ঞানীর আছে। সুতরাং বলা যায় মনোবিজ্ঞান একটি বিজ্ঞান।

১.৭.২ : জৈব-সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে মনোবিজ্ঞান (Psychology as a Bio-Social Science)

মনোবিজ্ঞান হলো একটি জটিল ও বিস্তৃত ক্ষেত্র। সময়ের বিবর্তনের সাথে সাথে মনোবিজ্ঞান সাফল্যের স্বর্ণশিখরে আরোহণ করেছে। মনোবিজ্ঞান আজ একটি বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান হিসেবে পরিগণিত। এ বিজ্ঞান মানুষের বিভিন্ন সমস্যার প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রতিনিয়ত গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ মনোবিজ্ঞানীগণ মানুষ ও প্রাণীর আচরণের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে উপাত্ত সংগ্রহ করে এর বিশ্লেষণের কাজে নিয়োজিত করেছেন। তাঁরা আচরণের পিছনে জৈবিক কারণগুলোকে যেমন দায়ী করেছেন, তেমনি সামাজিক রীতিনীতির ভূমিকাকেও অস্বীকার করেন নি।

মনোবিজ্ঞান কোনো একমাত্রিক বিজ্ঞান নয়। এটি জৈবিক বৈশিষ্ট্য ও সামাজিক প্রভাবের মিশেলে গড়ে ওঠা এক গতিশীল অধ্যয়নক্ষেত্র। প্রাণীর আচরণ যখন তার জিন আর হরমোন দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়, তখনই আবার সমাজের নিয়মও তাকে নতুন মাত্রা দেয়। এই দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ের মধ্য দিয়েই মনোবিজ্ঞান পূর্ণতা পায়–একটি জৈব-সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে। নিম্নে জৈব-সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে মনোবিজ্ঞানের স্থান সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

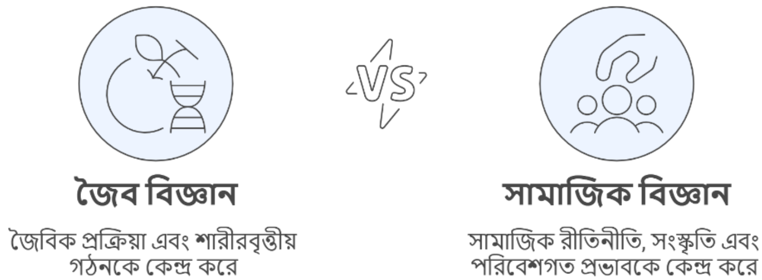

চিত্র ১.৪ : জৈববিজ্ঞান বনাম সামাজিক বিজ্ঞান।

১. জৈববিজ্ঞান (Biological Science) : জীবজগতের প্রত্যেক প্রাণীর একটি জৈবিক সত্তা বা অস্তিত্ব রয়েছে। তাই তার প্রত্যেকটি আচরণও জৈবিক নিয়মের অধীন। যেমন- উদ্ভিদ সূর্যালোক থেকে সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে খাদ্য প্রস্তুত করে; কিন্তু প্রাণীরা তা পারে না। প্রাণীদের বাইরের জগৎ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করতে হয়। আবার বন্যপ্রাণী বা চতুষ্পদ প্রাণীর খাদ্য-গ্রহণ প্রক্রিয়া সাথে মানুষের খাদ্যগ্রহণ প্রক্রিয়ায় ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। উদ্ভিদ, বন্যপ্রাণী ও মানুষের খাদ্য-গ্রহণ সম্পর্কিত আচরণের পার্থক্যের মূল কারণ হলো তাদের দৈহিক গড়নের পার্থক্য।

প্রাণীর আচরণ গভীরভাবে তার জৈবিক বৈশিষ্ট্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। শুধু বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে আচরণগত পার্থক্যই নয়, একই প্রজাতির ভেতরেও জৈবিক পরিবর্তনের কারণে আচরণের বৈচিত্র্য দেখা দেয়। উদাহরণস্বরূপ:

– যৌন গ্রন্থিগুলোর পরিপক্বতা প্রাণীকে যৌনক্রিয়ায় সক্রিয় করে তোলে;
– সন্তান জন্মের পর শরীরে ঘটে যাওয়া হরমোনীয় পরিবর্তন (যেমন প্রোল্যাক্টিন ও অক্সিটোসিনের নিঃসরণ) মায়েদের সন্তান লালন-পালনে উদ্দীপিত করে;
– মস্তিষ্কের বিকাশের সাথে সাথে বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ পরিপূর্ণতা পায়। গবেষণায় দেখা গেছে, ব্রেইনের ফ্রন্টাল লোব (Frontal Lobe) উন্নত হওয়ায় মানুষ জটিল সমস্যা সমাধানে সক্ষম, যা অন্য প্রাণীদের মধ্যে কম দেখা যায় (Gazzaniga et al., 2019)।
– হাইপোথ্যালামাস আমাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও আবেগ নিয়ন্ত্রণ করে।
– অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি (যেমন অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি) থেকে নিঃসৃত হরমোন ভয়, আনন্দ বা ক্রোধের মতো আবেগীয় প্রতিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে।

এসব উদাহরণ থেকে স্পষ্ট–প্রাণীর আচরণের মূলে রয়েছে জৈবিক প্রক্রিয়ার জটিল সম্পর্ক। তাই, কোনো প্রাণীর আচরণকে পূর্ণাঙ্গভাবে বুঝতে হলে তার শারীরবৃত্তীয় গঠন (যেমন মস্তিষ্ক, স্নায়ুতন্ত্র, হরমোন) এবং অভ্যন্তরীণ রাসায়নিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানা অপরিহার্য। মনোবিজ্ঞান যখন প্রাণীর এই জৈবিক ভিত্তি নিয়ে গবেষণা করে, তখন এটি প্রকৃতপক্ষে জীববিজ্ঞানেরই একটি বিশেষায়িত শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাণীর আচরণের নেপথ্যে কাজ করা শারীরিক ও রাসায়নিক নিয়মগুলোই মনোবিজ্ঞানকে জীববিজ্ঞানের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত করেছে।

২. সামাজিক বিজ্ঞান (Social Science) : শুধু জৈবিক ও শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া (Biological & Physiological process) দিয়ে সব আচরণ ব্যাখ্যা করা যায় না। পরিবেশ এবং সমাজও আচরণকে প্রভাবিত করে বা উদ্দীপিত করে। বন্যপ্রাণীরা যেমন পরিবেশের সাথে অভিযোজিত হয়, তেমনি মানুষও সমাজের নিয়মে অভ্যস্ত হয়। উদাহরণস্বরূপ, হরিণ তৃণভূমিতে বসবাস করে শত্রু থেকে রক্ষার জন্য দ্রুত দৌড়ায়। বিপরীতে, বাঘের গায়ের রং ও পায়ের গঠন পরিবেশে লুকানোর জন্য ও দ্রুত গতিতে শিকার করার উপযোগী। এ ধরনের অভিযোজনকে Charles Darwin 'Natural Selection'-এর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন।

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। তার আচরণে সমাজের রীতিনীতি, সংস্কৃতি, এমনকি অর্থনৈতিক কাঠামোর ছাপ স্পষ্ট। যেমন:

- আদিম সমাজে শারীরিক শক্তি ছিল আধিপত্যের মাপকাঠি, আধুনিক সমাজে তা প্রতিস্থাপিত হয়েছে আইন ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে।
- একজন ব্যক্তি নির্জনে যা করে, সমাজের সামনে তা-ই বা করে না–এটা সামাজিক প্রত্যাশা ও নিয়ন্ত্রণেরই ফল।
- শিশুর বিকাশে পরিবার, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ভূমিকা অপরিসীম। একটি সমাজে সহযোগিতার মানসিকতা গড়ে উঠলে, আরেক সমাজে হয়তো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রাধান্য পায়।
- ভিন্ন ভিন্ন সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মূল্যবোধ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। যেমন- পশ্চিমা সমাজে ব্যক্তিবাদী মনোভাব থাকলেও পূর্ব এশীয় সমাজে সমষ্টিবাদী মনোভাব বেশি। Hofstede-এর সাংস্কৃতিক গবেষণায় (১৯৮০) দেখা যায়, সংস্কৃতি মানুষের মূল্যবোধ, চিন্তা ও আচরণে গভীর প্রভাব ফেলে।

এসব উদাহরণ থেকে স্পষ্ট মানুষ কেবল জৈবিক বৈশিষ্ট্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়; মানুষের আচরণ তার সামাজিক রীতিনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। Pierre Bourdieu (1977) বলেছেন, 'Habitus ' বা অভ্যাসতন্ত্র মানুষের জীবনধারা নির্ধারণ করে। যেমন- গ্রাম ও শহরের শিক্ষার্থীদের আচরণে স্পষ্ট পার্থক্য থাকে [Source : Bourdieu, P. (1977). *Outline of a Theory of Practice*.]। মনোবিজ্ঞান তাই কেবল মস্তিষ্কের নিউরন বা হরমোনের গতিবিধি নয়, বরং সমাজের জটিল আন্তঃসম্পর্কও বিশ্লেষণ করে।

মানবাচরণ কোনো একক ঘটনা দ্বারা প্রভাবিত হয় না। মানবাচরণ ও কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণে জৈবিক ঘটনাবলি যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, ঠিক তেমনি সামাজিক রীতিনীতি, কৃষ্টি, মূল্যবোধ, আদর্শ ইত্যাদির ভূমিকাও কোনো অংশে কম নয়। সুতরাং মনোবিজ্ঞানে একই সাথে একদিকে জৈবিক বিষয় এবং অপরদিকে সামাজিক বিষয়সমূহ আলোচনা করা হয় বলে একে জৈব-সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, মনোবিজ্ঞান একটি যথার্থ বিজ্ঞান। কারণ মনোবিজ্ঞান বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করে এবং বিজ্ঞানের সকল বৈশিষ্ট্যই মনোবিজ্ঞানে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। এজন্য মনোবিজ্ঞানকে অন্যান্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের (পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা প্রভৃতি) ন্যায় একটি যথার্থ বিজ্ঞান হিসেবে অভিহিত করা যায়। প্রাণীর আচরণসমূহ জৈবিক ঘটনাবলি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় বলে মনোবিজ্ঞানকে জৈবিক বিজ্ঞানও বলা যায়। তাছাড়া, মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর আচরণ সামাজিক ঘটনাবলি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। এ জন্যে মনোবিজ্ঞানকে সামাজিক বিজ্ঞান বলা যেতে পারে। সুতরাং মনোবিজ্ঞান একটি বিজ্ঞান এবং এটি জৈব-সামাজিক বিজ্ঞানও বটে।

১.৮ : মনোবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা (Importance of Studying psychology)

আধুনিক মনোবিজ্ঞান আচরণ ও মানসিক প্রক্রিয়ার একটি বিশ্লেষণধর্মী বিজ্ঞান। মনোবিজ্ঞান জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটি অতি সমৃদ্ধ বিষয়। এ-প্রসঙ্গে রবার্ট এ বেরন (২০০৪) বলেন, "মনোবিজ্ঞান মানুষের আচরণ বিষয়ক একটি পরিপক্ব ও জ্ঞানের সমৃদ্ধ উৎস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, অন্যান্য বিষয়ের ব্যক্তিগণও এ সম্পদকে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন এবং এ জ্ঞানকে ভালো কাজে ব্যবহার করছেন।" (as psychology has matured and become an ever richer source of knowledge about human behaviour persons in other fields have recognized this resource and put it to good use.) –[Source : Baron.R.A (2004). Psychology. Prentice Hall India.p-17]

আধুনিক বিশ্বে বর্তমানে মনোবিজ্ঞান একটি জনপ্রিয় বিষয় হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। আমাদের সমস্যা প্রচুর এবং আমাদের আচরণও এক বিচিত্র বিষয়। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমস্যার সমাধানের জন্য বহু রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে থাকেন। এসব সমস্যা ব্যক্তিগত, সামাজিক, চিকিৎসা, শিক্ষা, শিল্প, নির্দেশনা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। এসব সমস্যা সমাধানে মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান অপরিহার্য।